বিনিময় : ১৫ টাকা

অধিকার

জুলাই ২০২৩

সম্পাদকীয়

২৫শে জুন, ২০২৩, ভারত সরকার সম্প্রতি প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর অধীনে একটি ফ্যাক্ট চেকিং ইউনিট তৈরি করেছে। ফেসবুক, টুইটার সহ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে সরকারের বিরুদ্ধে লেখা বিভিন্ন পোষ্ট, মন্তব্য, নিবন্ধ ইত্যাদি নিয়মিত খতিয়ে দেখবে এই ইউনিট।

যে সমস্ত পোষ্ট, লেখা বা মন্তব্যকে এই ইউনিট 'অসত্য' বলে মনে করবে; লেখককে কিছু না-জানিয়েই সেই লেখা, পোস্ট বা মন্তব্য সমাজ মাধ্যম থেকে মুছে দেওয়ার জন্য ঐ সমাজ মাধ্যমকে নির্দেশ দেওয়া হবে। ঐ সমাজ মাধ্যম ঐ নির্দেশ মানতে বাধ্য থাকবে। এর জন্য তথ্যপ্রযুক্তি আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা করা হয়েছে। সরকারের বক্তব্যই এক্ষেত্রে চূড়ান্ত। অর্থাৎ সরকার চাইলে যে-কোনও বক্তব্য, লেখা বা মন্তব্য সমাজমাধ্যম থেকে মুছে দিতে পারবে। অর্থাৎ সরকার ফেসবুক, টুইটার সহ সমস্ত সমাজ মাধ্যমে সেন্সরশীপ চালু করল।

অঘোষিত, কৌশলী সেন্সরশীপ। এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিবাদ খুব একটা চোখে পড়ল না। এডিটরস গিল্ড অব ইন্ডিয়া এই সেন্সরশীপ নিয়ে কিছুটা প্রতিবাদ জানিয়েছে। কিছু ব্যক্তি ও সংগঠন সুপ্রীমকোর্টে মামলাও করেছে। জরুরি অবস্থার সময় এদেশে সেন্সরশীপ চাপানো হয়েছিল। তারই একটা রূপ যেন প্রতিবাদহীন ভাবে চালু হয়ে গেল। সমাজমাধ্যমের বাইরে কর্পোরেট সংবাদমাধ্যমে এই নিয়ন্ত্রণ-তো ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত। গদি মিডিয়া নামে ইতিমধ্যেই তা চিহ্নিত। ভিন্নমতের অধিকারকে ঘোষণা করে কেড়ে না-নিয়েও কী-ভাবে অপহরণ সম্ভব তা' প্রতিদিনই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে গোদি মিডিয়া।

এর-ই মধ্যে খবর হল, ভারতের আইন কমিশন সিডিশন বা রাষ্ট্রদ্রোহ আইন দন্ডবিধি থেকে বাদ দেওয়ার তীব্র বিরোধিতা করে সুপারিশ জমা দিয়েছে। বাদ-তো দূরের কথা, তাঁরা রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের পরিধি ও সাজা বাড়ানোর

এই সংখ্যায় রয়েছে—

- শোকসংবাদ / পৃ. ২
- গ্রামসভা / পৃ. ৩
- মণিপুরে জাতিদাঙ্গা...রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস / পৃ. ৪
- আমার ভারত ওদের ভাষ্য (২য়) / পৃ. ৭
- কর্ণাটকে শ্রমআইন .../ পৃ. ৯
- পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে মহিলা কুস্তিগীররা / পৃ. ১০
- তথ্যানুসন্ধান / পৃ. ১২-১৮ এবং ২৮
- সংগঠন রিপোর্ট / পৃ.১৮-২৬
- নজরকাড়া সংবাদ / পৃ.২৬-২৮

সম্পাদনা : পত্রিকা উপ-সমিতি।
গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির পক্ষে
সাধারণ সম্পাদক : রঞ্জিত শূর (8017437302)
কর্তৃক প্রকাশিত ও
ইনস্ অ্যান্ড আউটস্, বালি, হাওড়া থেকে মুদ্রিত।

E-mail : apdr.wb@gmail.com
Website : www.apdrwb.in

অধিকার-এর জন্যে লেখা, মতামত পাঠান
apdr.adhikar@gmail.com

সুপারিশ করেছে। প্রসঙ্গত, ভারতের সুপ্রীমকোর্ট এই সিডিশন বা রাষ্ট্রদ্রোহ আইন বাতিল করতে উদ্যত হলে ভারত সরকার প্রবল আপত্তি জানায়। এবং বলে, পুরোপুরি বাদ না দিয়ে এই আইনটি পর্যালোচনা করে সংশোধিত আকারে রাখতে চান তারা। আইন কমিশনকে ভারত সরকার এই পর্যালোচনার দায়িত্ব দেয়। শীঘ্র-ই সুপ্রীম কোর্টে মামলাটি উঠবে। তার আগে আইন কমিশনের এই সুপারিশ যথেষ্ঠ তাৎপর্য্যবাহি।

সিডিশন আইন মত প্রকাশের অধিকারের উপর ভয়ংকর এক প্রতিবন্ধকতা। এই আইন ঔপনিবেশিক, অসাংবিধানিক এবং আজকের সমাজে অচল বলেই সুপ্রীমকোর্ট বাতিল করতে উদ্যোগী হয়েছিল। সম্প্রতি পাকিস্তানের লাহোর হাইকোর্ট এক নির্দেশে সিডিশন বাতিল করে দিয়েছে। কিন্তু, এদেশে বাতিল-তো দূরের কথা আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা হচ্ছে। ভারত সরকারের ফ্যাক্ট চেকিং ইউনিট তৈরি বা সিডিশন আইন রেখে দেওয়ার চেষ্টায় এটা পরিস্কার, জরুরি অবস্থা জারি না-করেই কণ্ঠরোধের আইনি আয়োজনে উদ্যোগী ভারত সরকার। ২৫ জুন ১৯৭৫, এদেশে অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা জারি করেছিল কংগ্রেস সরকারের প্রধান হিসাবে ইন্দিরা গান্ধী। আরএসএস ইন্দিরাকে 'দুর্গা' বলে অভিনন্দিত করেছিল। আজ, আরএসএস ক্ষমতায়। তাদের 'দুর্গার' পদাঙ্ক বেয়েই চলবে তাঁরা, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ফ্যাসিবাদী এক-মতাদর্শ ক্রমশই ফাঁস হয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে ভারতবাসীর গলায়।

এই ২৫ জুন-ই এপিডিআর-এর জন্ম হয়েছিল। ২৫ জুন, ১৯৭২। কণ্ঠরোধ ও অধিকারহরণের চেষ্টার বিরুদ্ধে এপিডিআর ৫১ বছর নিরলস প্রতিবাদের প্রাচীর তোলার চেষ্টায় মগ্ন। মানুষ অন্যায়, অবিচার নীরবে মেনে নেয় না। আজ যারা ক্ষমতার মদ-মত্ততায় নানাভাবে মানুষের অধিকার কাড়তে, বা কেড়ে নিতে চাইছেন তারা পরাস্ত হবেন। ইন্দিরা গান্ধী কেন স্বয়ং হিটলারকেও পাতাল কুঠরিতে আত্মগোপন করে আত্মহত্যা করে মুক্তির পথ খুঁজতে হয়েছিল। ফ্যাসিবাদের উপাসক আজকের শাসকরা সেই ইতিহাস মনে রাখলে ভাল করবেন।

শোক সংবাদ

মুনিকেশ শীল স্মরণে

অধিকার আন্দোলনের কর্মীরা, চুঁচুড়ার সমাজসেবী মানুষজন এবং সাংস্কৃতিক জগৎ আকস্মিক ভাবে তাঁদের দীর্ঘ দিনের সহকর্মী মুনিকেশ শীলকে হারালেন। হার্টের সমস্যা ও শারীরিক দূর্বলতার সাথে তাঁকে শেষ দিন অবধি লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছে। কিন্তু, ৭৪ বছর বয়সে পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাই-বোনেদের মধ্যেকার বিবাদ তাঁর মৃত্যুর কারণ হবে, এটা ভাবা যায়নি। তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিক ছিল না। তাঁর এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর ব্যাপারে পুলিশ যাতে যথাযথ ব্যবস্থা নেয় সে-ব্যপারে আমাদের সজাগ সক্রিয় থাকতে হবে।

মুনিকেশ শীল পুরোদস্তুর এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি নকশাল বাড়ির লড়াই দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত ছিলেন। সত্তর দশকে বেশ কয়েক বছর তিনি সি.পি.আই.(এম.এল)-এর সাথে যুক্ত ছিলেন। রাজনৈতিক কারণেই তাঁকে চাকুরীস্থল হিন্দমোটর থেকে গ্রপ্তার হ'তে হয়। 'মিসা' সহ, প্রায় দেড় বছরের ওপর কারাবাস করতে হয়। এবং সমঝোতায় না-আসতে পারায় তাঁর চাকরী যায়। তার আগে এ্যন্ড্র ইয়ুলে শ্রমিক ধর্মঘটের সময়ে কোনও আপোষে না আসায় সেখানে চাকরি হারাতে হয়। রাজনৈতিক কাজকর্মের সময়, মত পার্থক্যের কারণে এবং বিভিন্ন বিতর্কের মধ্য দিয়ে গেলেও জীবনের শেষ দিন অবধি তাঁর আদর্শ থেকে তিনি বিচ্যুত হননি। শেষ জীবনে সি.আর.এল.আই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকে কাজ করছিলেন। অসীম চ্যাটার্জীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততা নজরকাড়ার মত ছিলো। যে সকল মানুষ, নিজের বিশ্বাসের প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন সেই সকল মানুষদের মধ্যে তিনি একজন ছিলেন।

তিনি আপাদ মস্তক একজন সাংস্কৃতিক মনোভাবাপন্ন মানুষ ছিলেন। আঁকা, লেখা (প্রবন্ধ,কবিতা), মূর্তি বানানো , নাটক- এ সবের সাথেই তিনি যুক্ত ছিলেন। চুঁচুড়া ষ্টেশনে হাতে লেখা দেওয়াল পত্রিকা দিয়ে শুরু, শহরের একান্ন বছরের পুরোনো নাম করা পত্রিকা 'দিনান্তের অন্বেষণ'-এর তিনি ছিলেন প্রাণ পুরুষ। 'শতপুষ্প বিকশিত হোক' বলে একটি ছোট পত্রিকাও তিনি চালাতেন।

বন্দিমুক্তি আন্দোলন দ্বারা তিনি খুব প্রভাবিত ছিলেন। কার্যতঃ এরপরই প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই তিনি এ.পি.ডি.আর-এর সাথে যুক্ত হন এবং শেষ দিন অবধি সংগঠনের সঙ্গেই থেকে গেছিলেন। শেষের ক'টা বছর শারীরিক অক্ষমতার কারণে লাঠির আশ্রয় নিতে হয়েছিল তাঁকে। যখন যে-রকম পেরেছেন লাঠি নিয়েই ঠুক ঠুক করে এসেছেন, সংগঠনের কর্মসূচিতে সাধ্যমত সঙ্গে থেকেছেন।

চুঁচুড়া শহরের বুদ্ধজীবি ও সাংস্কৃতিক জগতের মানুষজন ও আমরা অধিকার আন্দোলনের কর্মীরা তাঁকে হারানোয় আমাদের মধ্যে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হোল যা' সহজে পূরণীয় নয়।

আমাদের সন্তানের ন্যায় তাঁর সন্তান রাণার প্রতি আমাদের সহমর্মিতা ও সমবেদনা রইল। আশা রাখি এ-ভয়ানক দুঃসময় সে নিশ্চয়ই কাটিয়ে উঠতে পারবে।

গ্রামসভা

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

১৯৯২ সালে ভারতের সংবিধানের ১১তম তপশীল অনুযায়ী 'গ্রামসভা'-কে তাদের ২৯টি বিষয়ে নিজেরা অলোচনা করার, মত তৈরী করার কাজ ঠিক করার অধিকার বা স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল- এই যে কথা ক'টি সংবিধানে আনা হ'ল, তা' সংবিধানকে (৭৩ তম সংশোধন) করে।

সংবিধান সংশোধন করা হ'ল কেন? করা হ'ল কারণ, মনে করা হয়েছিল; বোঝা গিয়েছিল, অন্যভাবে বললে, গ্রামবাসীরা মনে করিয়ে দিচ্ছিল, বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে, পঞ্চায়েতের একেবারে নীচের দিকে গ্রামবাসীদের যে 'ক্ষমতা' দেওয়ার কথা, তাদের যে 'স্বাধীনতা' পাওয়ার কথা, গ্রামবাসীদেরকে যে কাজে পাওয়ার কথা , তা' তাদেরকে দেওয়া হয়নি। না-দেওয়াই চলছে।

গ্রামের বিষয়ে গ্রামবাসীরাই ভাবে। গ্রমের কী কী কাজ, কীভাবে কাজ তা' গ্রামবাসীরাই ঠিক করবে, এমন শাসন কাঠামো, এমন অধিকার এত নীচে অবধি পৌছে দেওয়া হয়নি, নামিয়ে আনা হয়নি।

এভাবে ভাবার জন্য, কাজ ঠিক করার জন্য, কাজ করানোর জন্য যে 'অধিকার', যে 'স্বাধীনতা' গ্রামবাসীদের থাকে, থাকা উচিত যা' তাদের দেওয়া উচিত, তা' তাদের দেওয়া হয়নি। তাই দেশের সংবিধানে এই সংশোধন আনা হয়েছিল। এই সংশোধনে পঞ্চায়েত কাঠামোর সবচেয়ে নীচের ধাপে একটি নতুন 'বিভাগ' তৈরী করা হ'ল। যার নাম দেওয়া হয় 'গ্রামসভা'।

সংবিধানের সংশোধন বললো— রাজ্যের সরকার তার নিজের যে ক্ষমতা ও কাজ নিজের কাছেই রেখে দিয়েছে, তা' গ্রামে নামিয়ে আনতে হবে।

সংবিধান সংশোধনে লেখা হল, গ্রাম অর্থনীতির উন্নতির জন্য, সামাজিক ন্যায়ের জন্য পরিকল্পনা করা ও উন্নয়ন প্রকল্প বানানোর কথা। বানাবে 'গ্রামসভা'। যা' এতদিন উপরের দিকে করা হয়েছে, তা' নীচে নামিয়ে আনা, গ্রামবাসীদের হাতে, 'গ্রামসভা'র হাতে দিয়ে দেওয়া।

'গ্রামসভা'র সদস্য কা'রা হবে? লিখে দেওয়া হল— একটি গ্রামের সে সব অধিবাসীরা, যাদের নাম ভোটার তালিকায় আছে তারাই মিলে 'গ্রামসভা'।

এই 'গ্রামসভা' গ্রামের যে ২৯টি বিষয়ে নিজেরা আলোচনা করার, মত তৈরী করার, কাজ ঠিক করার, কাজ করানোর, কাজ দেখার যে অধিকার পেয়েছে তার সব-ক'টিই খুব জরুরী। তার মাঝ থেকে আমি ক'টি বিষয় বেছে নিলাম এই লেখাটির জন্য।

সরকারি ঘোষণার কাগজে লেখা বিষয়-তালিকার 'নম্বর' ধরে লিখছি। খেয়াল রাখবো, একটা বিষয় অন্য একটা বিষয়ের সাথে জড়িয়ে আছে।

বিষয় (২)। ভূমি উন্নয়ন, ভূমি বণ্টন, ভূমি সংরক্ষণ ও কেন্দ্রীভবন।

'ভূমি সংরক্ষণ' মানে জমি বাঁচিয়ে রাখা। 'ভূমি বণ্টন' মানে যাদের জমি নেই তাদের জমি দেওয়া।

* 'কেন্দ্রীভবন' মানে ছোট চাষিদের জমি 'সমবায়' বানিয়ে এক জায়গায় করে চাষ করা– যা ভূমি সংস্কার আইন-এ আছে, কিন্তু কোন সরকারই তা' কাজে লাগায়নি।

* 'ভূমি সংরক্ষণ' কথাটির একটি বড় মানে আছে। কথায়-কথায় বাইরের দরকারে, বাইরের লোকেদের, কোম্পানিদের দরকারে, সরকারের দরকারে জমি না-নিয়ে নেওয়া। গ্রামের জমি গ্রামের কাজে, গ্রামবাসীদের কাজেই লাগানো।

'ভূমি উন্নয়ন' মানে, যে জমিতে চাষ হয় না, সেই জমিকে চাষের মতো, চাষ করার মতো করে তোলা। এসবের মধ্যে দিয়ে (১) নম্বর বিষয় , ভূমি সম্প্রসারণ (বাড়ানো) হবে। চাষের ভূমি বাড়বে।

তালিকায় (৩) নম্বর বিষয় 'জল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা'। মানে জল বাঁচিয়ে রাখা, জলকে ঠিকঠাক কাজে লাগানো। জল বাঁচিয়ে রাখলে (১১) নম্বর বিষয় , 'খাবার জল' পাওয়া যাবে। চাষের কাজে সেচের জ ল পাওয়া যাবে, 'ছোট সেচ' (৩) নম্বর বিষয় বানিয়ে, মাছ চাষ করা যাবে (৫ নম্বর বিষয়), সমবায়ে মাছ চাষ করা যাবে, গ্রামের গরীবদের মধ্যে মাছ বিলি করা যাবে (২৮ নম্বর বিষয় 'গণবন্টন ব্যবস্থা'), তাদের পুষ্টির জন্য দরকারি খাবার দেওয়া যাবে।

(৬) নম্বর বিষয় 'সামাজিক বনসৃজন' ও (৭) নম্বর বিষয় 'ক্ষুদ্র বনাঞ্চল নির্মাণ' ও 'বনজ সম্পদ উৎপাদন'। দু'টো মিলিয়ে যা' বলতে চাওয়া, তা' এক কথায় 'বন বাঁচাও, বন বাড়াও'।

বন বাঁচলে, বন বাড়লে তার থেকে পাওয়া যাবে — আগুন জ্বালাবার কাঠকুটো (বিষয় ১২ জ্বালানি), বাড়ির ছাদ দেওয়ার পাতা, গরু, মহিষ, ছাগলের খাবার (বিষয় ১২ পশু খাদ্য), ফল, রান্না করে খাবার ফসল, অসুখ সারাবার ওষুধ, ফল থেকে বানানো খাবার (বিষয় ৮ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ), ঘরে বসে জিনিষ বানাবার কাঁচামাল, যা' ঘরের কাজে লাগবে। এমন

জিনিষপত্তর, আবার বাইরে বেচাও যাবে এমন জিনিষপত্তর (বিষয় (৯) গ্রামীণ কূটির শিল্প)।

এমন জিনিষপত্তর বানানো, শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে, যা' (১৮) নম্বর বিষয়— কারিগরি বিদ্যা। জঙ্গলে যা' পাওয়া যাবে, তা' সবাই মিলে যার যা' প্রয়োজন মাফিক ভাগ করে নেবে। এই কথাটি রয়েছে (২৮) নম্বর বিষয়েঃ 'গণবণ্টন ব্যবস্থা'।

'গণবণ্টন' করবে 'গ্রামসভা'র সদস্যরা। 'গ্রামসভা'র সদস্যরা 'গণবণ্টন' করবে নিজেরা বসে, আলোচনা করে সবাই মিলে।

(১৬) নম্বর বিষয় হল: 'দারিদ্র দূর করা'। এতক্ষণ ধরে বলা ভূমি উন্নয়ন, ভূমি বণ্টন, ভূমি সংরক্ষণ, ভূমি কেন্দ্রীভবন, জল সংরক্ষণ, সামাজিক বনসৃজন, ক্ষুদ্র বনাঞ্চল নির্মাণ ও বনজ সম্পদ উৎপাদন, গোষ্ঠী সম্পদ সংরক্ষণ এ-সব হলেই 'দারিদ্র দূর করা যাবে'। অন্তত খানিকটা।

আর এমনভাবে সাজালেই হবে বিষয় (২৭) 'দুস্থ বিশেষত, তপশিলী জাতি-উপজাতি কল্যাণ'।

এর ফলে, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের মধ্য দিয়ে নিছক থোক টাকা পাওয়া, দান-খয়রাতি পাওয়ার উপর পুরোপুরি নির্ভর না-করে, না-থেকে নিজেদের সাজানোয়, নিজেদের বানানোয় অর্থনীতি ও সমাজ বানানো যাবে। নিজেদেরকে বাঁচানো যাবে।

সংবিধানের একাদশ তপশীলে থাকা এই ক'টি বিষয়ে পঞ্চায়েতের গ্রামসভার কাজ ও অধিকার নিয়ে আলোচনা হল। তালিকায় আছে মোট ২৯টি বিষয়। তার থেকে আপাতত কয়েকটি বিষয় বেছে নিয়ে এই লেখাটি লেখা হল। যারা পড়বে, তাদের জানানো হল, তাদের জানা হল।

এই বিষয়গুলি এভাবে দেখার ও দেখানোর দরকার— মনে হল এই কারণে যে এই ক'টি বিষয়ে পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়ে 'গ্রামসভা' বানিয়ে, গ্রামসভা'র মধ্য দিয়ে গ্রামবাসীরা তাদের মত করে ভাবতে পারবে, তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী কথা বলতে পারবে, কাজ করতে পারবে, ভুল আটকাতে পারবে, নিজেদেরকে নিজেদের মত করে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে।

সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন। এই কথাগুলো, 'গ্রামসভা' নিয়ে কথাগুলো বলার একটা সময় সুযোগ পাওয়া গিয়েছে।

যারা নির্বাচনে দাঁড়াবে তারা এই কথাগুলো বলবে না, বললে নিজেদের ক্ষমতা, স্বার্থ বজায় রাখা যাবে না, তাই। আমরা, যাদের যতটা সুযোগ আছে এই কথাগুলো ছাপিয়ে বিলি করি, ছোট-ছোট সভা করে মুখে বলি, পোষ্টারে লিখে দেওয়ালে সেঁটে দিই।

মানুষ একবার জানতে পারলে, বুঝতে পারলে, যে-যে বিষয়গুলি নিয়ে এখন আন্দোলন চলছে, যেমন পরিবেশ, জমি দখল, জল নষ্ট করা, গাছ কাটা, গ্রামে কারখানা বানানো, খনি বানানো, বন ধ্বংস করা, এসব বিষয়ে গ্রামবাসীরা তা' আটকাতে পারবে, তাদের হাতে আটকানোর অধিকার ও আইন আছে তা' জানতে পারবে। নিছক সরকারি দান, খয়রাতি, ডোল, হাতে টাকা দেওয়া, এমন সব বিষয় থেকে বেরিয়ে এসে 'নিজেদের গ্রাম নিজেরা বাঁচাও, নিজেরা বানাও' এমন ধারণায় আসতে পারবে।

মণিপুরে জাতিদাঙ্গা দমনের নামে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস

অজেয় পাঠক

'মণিপুর' নামটা শুনলেই যেন ভেসে ওঠে ১৯ বছর আগের সেই ছবিটা, ২০০৪ সালের ১৪ জুলাই, অসম রাইফেলস-এর সদর দপ্তর ইম্ফলের কাঙ্গলা দুর্গের সামনে নগ্ন মায়েদের মিছিল। মিছিলে তাঁদের গায়ে ঝোলানো ছিল পরাক্রমশালী রাষ্ট্রীয় বাহিনীর প্রতি সেই চ্যালেঞ্জবার্তা, ''ভারতীয় সেনা, আমাদের ধর্ষণ করো।'' কিংবদন্তি হয়ে যাওয়া সেই প্রতিবাদের ছবি নাড়িয়ে দিয়েছিল গোটা দেশকে। তাঁরা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, ভারতীয় সেনার দ্বারা ধর্ষিত ও খুন হওয়া ৩২ বছরের রাজনৈতিক কর্মী থংজম মনোরমার হত্যার বিরুদ্ধে। জিজ্ঞাসাবাদের নামে অসম রাইফেলসের সেনারা মনোরমাকে তুলে নিয়ে যায়, এবং ১১ জুলাই ২০০৪, তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই ঘটনার চার বছর আগে বিতর্কিত আফস্পা আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য মঞ্চে নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সাবিত্রী হেইসনাম। মণিপুরের খ্যাতনামা নাট্যকুশলী দম্পতি কানহাইয়ালাল ও সাবিত্রী রাষ্ট্রের অত্যাচারের প্রেক্ষিতে বেছে নিয়েছিলেন মহাশ্বেতা দেবীর লেখা 'দ্রৌপদী' গল্পটিকে। সে গল্পেও প্রতিবাদের হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল নগ্নতা।

১৯৭২ সাল থেকে ভারত সরকার মণিপুরে সেনাবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন বা আফস্পা চালু করে রেখেছে গণপ্রতিবাদকে স্তব্ধ করতে। কারণ, ১৯৪৯ সালে মণিপুরের তৎকালীন রাজা বোধচন্দ্র সিং ভারত অন্তর্ভুক্তির সম্মতিপত্রে সই করলেও সে-রাজ্যের বেশীরভাগ মানুষ ভারত রাষ্ট্রের

বশ্যতা ভালোভাবে মেনে নেয়নি। তাই ১৯৭২ সালে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পাওয়া মাত্রই সেনাবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন বা আফস্পা চালু করে মণিপুরকে কার্যত সেনা-শাসনে রেখেছে ভারত সরকার। সেনাবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন বা আফস্পার বিরুদ্ধে ২০০০ সালের ৪ নভেম্বর থেকে দীর্ঘদিন অনশন আন্দোলন করেছেন মণিপুরের প্রতিবাদী কিংবদন্তী ইরম শর্মিলা চানু।

২০০০ সালের ২ নভেম্বর, মণিপুরের মালম অঞ্চলে ভারতীয় আধাসামরিক বাহিনীর হাতে খুন হন ১০ জন নিরাপরাধ নাগরিক, যাঁদের মধ্যে ৬২ বছর বয়সী বৃদ্ধা লেইচাংবাম ইবেতমি এবং ১৯৮৮ সনের রাষ্ট্রীয় শিশুর সাহসিকতার বটা বিজয়ী ১৮ বছরের ছিনাম চন্দ্রমণিকেও খুন করা হয়। এই রাষ্ট্রীয় গণহত্যার প্রতিবাদে ১৬ বছর ধরে একটানা অনশন করেন মণিপুরের লৌহকন্যা শর্মিলা। এইভাবে গত ৭৫ বছর ধরে অন্যায় সেনা শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছেন মণিপুরবাসী।

ধারাবাহিক এই প্রতিবাদকে স্তব্ধ করতে সেনা ও আধাসেনা দ্বারা রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন চালানোর পাশাপাশি সম্প্রতি আরেকটি পন্থা অবলম্বন করেছেন ভারত রাষ্ট্রের শাসকেরা। বর্তমান ভারতে শাসনতন্ত্রের মাথায় বসে আছেন হিন্দুত্ববাদীরা, যাঁদের দীক্ষাগুরু দামোদর বিনায়ক সাভারকর বলেছিলেন, ''হিন্দুস্থানে একটি স্বাধীন, একীভূত, অবিভাজ্য এবং একক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা উচিত।'' সুতরাং, মণিপুর সহ বহু জাতি-ভাষা-ভিত্তিক, বহু ধর্মবিশ্বাসী মানুষ সম্বলিত সমগ্র ভারতকে একক মৌলবাদী হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত করাই বর্তমান শাসকের উদ্দেশ্য।

২০১৭ সাল থেকে মণিপুরের বিধানসভায় কয়েকটি আঞ্চলিক দলের সাথে জোট করে সরকারি ক্ষমতায় আছে হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টি। তারা মণিপুরের উপর রাষ্ট্রীয় আধিপত্য কায়েম রাখতে সেনা-বাহিনীর দমনপীড়নকে আরও তীব্রতর করতে আগ্রাসী হিন্দুত্বের মাধ্যমে বহুজাতিভিত্তিক মণিপুরের সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোয় জাতিগত বিদ্বেষ আর ঘৃণাকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের কৌশল নিয়েছে। এই বিদ্বেষ ছড়াবার সুযোগ করে দিয়েছে মণিপুর হাইকোর্টের গত ২৭ মার্চ ২০২৩ তারিখের একটি রায়। এই রায়ে হাইকোর্ট সে-রাজ্যের সরকারকে ভারত সরকারের আদিবাসী উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রকের কাছে মণিপুরের সংখ্যাগুরু মেইতি জনগোষ্ঠীকে 'তফসিলি উপজাতি' ভুক্ত তালিকার আওতায় আনার সুপারিশ পাঠাতে নির্দেশ দেয়। এতে বিচলিত হয়ে ওঠেন মণিপুরের পার্বত্য ভূখণ্ডে বসবাসকারী কুকি ও অন্যান্য উপজাতির মানুষেরা। এবং তাঁরা বিক্ষোভ শুরু করেন। গত ৩রা মে, ২০২৩, অল ট্রাইবস স্টুডেন্টস ইউনিয়ান, মণিপুরের ডাকা 'ট্রাইবাল সলিডারিটি মার্চ' বা উপজাতি ঐক্য জনযাত্রার মাধ্যমে প্রতিবাদ শুরু হয়। এর পাল্টা মিছিল করে মেইতি জনগোষ্ঠীর কিছু সংগঠন। রাজ্যজুড়ে ১৪৪ ধারা জারি থাকা সত্ত্বেও লাইসাং গ্রামে ১৯১৭-১৯ সালের ইঙ্গ-কুকি যুদ্ধের স্মৃতি সম্বলিত 'শতবার্ষিকী তোরণ' পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর থেকেই শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ক্রমশ জাতিগত হিংসার রূপ নেয়।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে ১৮২৬ সালে, প্রথম ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধে জয়ী ব্রিটিশ সরকার মণিপুর দখল করেও সেখানে দেশীয় মেইতি রাজতন্ত্র টিকিয়ে রাখে। এবং 'ভাগ করো ও শাসন করো', নীতি কায়েম করে মেইতিদের অধিক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে পাহাড়ি জনজাতির প্রতি বঞ্চনা শুরু করে। সংখ্যাগুরু মেইতি জনগোষ্ঠী, যারা মোট জনসংখ্যার ৪৪ শতাংশ, তারা বাস করে ইম্ফল উপত্যকার সমতলে, যা' মণিপুরের মোট ভূখণ্ডের ১০ শতাংশ। নাগা (মোট জনসংখ্যার ২৩ শতাংশ) এবং কুকি (মোট জনসংখ্যার ১৩ শতাংশ) ও অন্যান্য উপজাতিরা মণিপুরের পার্বত্য অঞ্চলের (মোট ভূখণ্ডের ৯০ শতাংশ) বাসিন্দা। মেইতি-রা ঐতিহাসিকভাবেই রাষ্ট্রীয় ও ভৌগলিক সুবিধাপ্রাপ্তির ফলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে পার্বত্য উপজাতির জনজাতির মানুষদের চেয়ে অনেক এগিয়ে।

৯০ শতাংশ ভূখণ্ড হওয়া সত্ত্বেও পার্বত্য অঞ্চল থেকে বিধানসভায় যান মাত্র ২০ জন জনপ্রতিনিধি, আর ১০ শতাংশ ভূখণ্ড সমতল ইম্ফল উপত্যকা থেকে যান ৪০ জন। মেইতিরাও যদি জাতিগত সংরক্ষণের সুযোগ পান, তাহলে জাতিগত অর্থনৈতিক বৈষম্য আরও বৃদ্ধি পাবে। তাই কুকি ও অন্যান্য উপজাতিরা এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে। এই বিরোধকে কাজে লাগাতে শুরু করে হিন্দুত্ববাদী শাসকগোষ্ঠী। মেইতি-রা মূলত হিন্দু, যদিও তাঁদের মধ্যে ৮ শতাংশ মুসলিম আছেন। নাগা ও কুকি উপজাতির মানুষেরা মূলত খ্রিস্টান ধর্মালম্বী। হিন্দুত্ববাদীরা এই জনবিন্যাসকে কাজে লাগিয়ে ঘৃণা ছড়াতে শুরু করে। তাদের প্ররোচনায় সমতল অঞ্চলে বসবাসকারী উপজাতিদের উপর বারবার আক্রমণ চালায়। 'আরাম্বাই তেঙ্গল' এবং 'মেইতি লিপুন' নামক দুটি সংগঠন হিন্দুত্ববাদী কায়দায় কুকি জনজাতির একাধিক গির্জা আক্রমণ করে জ্বালিয়ে দেয় ও বহু সম্পত্তি ধ্বংস করে। এই সংগঠন দুটির যুবকেরা হিন্দুত্ববাদীদের কাছে প্রশিক্ষণ পেয়েছিল; কারণ

তাদের আক্রমণের ধরণের সাথে কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া ভারতজোড়া রামনবমীর হিংসাত্মক ঘটনাগুলির মিল আছে।

ঐ সময়ে বিহারশরীফে মসজিদ জ্বালানোর কায়দায় মণিপুরে বেশ কিছু গির্জা জ্বালানো হয়েছে। এছাড়া মেইতিরা অবাধে থানা ও অন্যান্য সরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে আগ্নেয়াস্ত্র লুঠ করেছে, রাজ্যপুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে। অন্যদিকে, কুকিরা শিকারি জাতি হওয়ার কারণে তাদের হাতে যে-সমস্ত লাইসেন্স করা বন্দুক ছিল, বেশ কিছুদিন আগেই প্রশাসন সেগুলি বাজেয়াপ্ত করেছে। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, এই হিংসা পূর্ব-পরিকল্পিত। কুকিদের পাল্টা আক্রমণের ঘটনায় চোরাচাঁদপুর ও অন্যান্য এলাকায় বহু মেইতি জনজাতির মানুষেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। বহু মেইতি গ্রামও কুকিদের হিংসাত্মক আক্রমণের শিকার হয়েছে। ডঃ মালেম নিঙ্ঘউজা-কৃত একটি তথ্যানুসন্ধানে কুকি আক্রমণে মেইতিদের ক্ষতি ও মৃত্যুর বিস্তারিত বিবরণ আছে। সেই আক্রমণেও উস্কানি এবং প্ররোচনা ছিল। তবে কুকি উপজাতিদের উপর মেইতিদের আক্রমণ হয়েছে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় বাহিনীর মদতে। ১০০টিরও বেশি উপজাতি গ্রামকে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করা হয়েছে, রাজধানী ইম্ফলের ৩০টি কুকি জনজাতি অধ্যুষিত বসতিকে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়েছে, পুলিশের সাহায্যে। ৩ মে,'২৩ হিংসা শুরু হওয়ার প্রথম দিনই পার্বত্য তোরবাং গ্রামে এক কুকিকে খুন করা হয় এবং ঐ দিনই ৩২টি কুকি গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপর থেকে গত দেড়মাস ধরে হিংসা-প্রতিহিংসা চলছে, মৃত্যু হয়েছে ১০০ জনেরও বেশি মানুষের।

উপজাতিদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াতে সমস্ত পার্বত্য উপজাতির মানুষকে বহিরাগত বা বার্মা থেকে অনুপ্রবেশকারী বলে তকমা দিচ্ছে কিছু মেইতি সংগঠন এবং তা'তে ইন্ধন দিয়েছেন খোদ বর্তমান বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী বীরেণ সিংহ। মণিপুরের পার্বত্য অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরেই পোস্ত চাষ হয়ে আসছে, এবং সেই পোস্ত থেকে বেআইনি গাঁজা তৈরি হত। সরকার সম্প্রতি পোস্ত চাষ ও মাদক নিষিদ্ধ করে মাদক বিরোধী প্রচার শুরু করে। সেই সুযোগে সমস্ত উপজাতির মানুষকে অন্যায়ভাবে নেশারু বা মাদক-ব্যবসায়ী চিহ্নিতকরণ করা শুরু হয়। এই অজুহাতেও বহু উপজাতি মানুষকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। যদিও, ১৯৬০ সালের মণিপুর ভুমিরাজস্ব ও ভুমিসংস্কার আইনের বলে সংখ্যাগুরু মেইতি জনগোষ্ঠী ও অন্য রাজ্যের অনুপজাতি মানুষের পার্বত্য অঞ্চলে ভুমি ক্রয়, বসতি ও বাণিজ্য স্থাপন শিথিল করা আছে। মেইতি, জনজাতির সংগঠনগুলি সেই অধিকারটিও হস্তগত করতে চায়। তারা তফশিলি উপজাতি হয়ে ব্যাপক পরিমাণে উপজাতিদের বসতি এলাকায় জমি কিনবে এবং কুকি, নাগা ও অন্যান্য উপজাতিদের উৎখাত করবে। এইভাবে সংগঠিত জাতি নিকেশ বা এথনিক ক্লিন্সিং সম্পন্ন হবে। এটাই তো হিন্দুত্ববাদের চিরকালীন রাজনৈতিক প্রকল্প। সেই সাভারকরই তো বলেছেন 'সমস্ত রাজনীতিকে হিন্দুত্ব কর এবং হিন্দুত্বকে সামরিকীকরণ কর! এবং আমাদের হিন্দু জাতির পুনরুত্থান অবশ্যই এটি অনুসরণ করতে বাধ্য, যেমনটি ভোর রাতের অন্ধকার সময় অনুসরণ করে!' এই সুযোগে ভারতরাষ্ট্র সন্ত্রাস দমনের নামে ৩৫৫ ধারা প্রয়োগ করে মণিপুরকে কার্যত সেনাশাসিত ব্যারাকে পরিণত করেছে।

বিদ্রোহ দমনের জন্য দেখামত্র গুলি, এই সমস্ত নীতির মাধ্যমে ভিন্নমত ও প্রতিবাদী কণ্ঠকে হত্যা করা হচ্ছে। মণিপুরে ৭৫ বছরের রাষ্ট্রীয় হিংসা, গুমখুন, ভুয়ো এনকাউন্টার, সেনাবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রয়োগ করে প্রতিবাদী ও রাজনৈতিক কর্মীদের হত্যা করা বা উধাও করে দেওয়া, এই সমস্ত ইতিহাসকে ভুলিয়ে দিতে রাষ্ট্রই এই জাতিগত হিংসা ছড়াবার কৌশল নিয়েছে। ২০২১ সালের ৪ ডিসেম্বর, মণিপুরের প্রতিবেশি রাজ্য নাগাল্যান্ডে ১৪ জন সম্পূর্ণ নিরাপরাধ ভারতীয় নাগরিককে জঙ্গি সাজিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করেছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী, এরকম সমস্ত রাষ্ট্রীয় গণহত্যার কথা তারা ভুলিয়ে দিতে চাইছে। জাতিগত ঘৃণা আর হিংসা ছড়াবার ফলে মণিপুরের সাধারণ নিপীড়িত মানুষ নিজেদের দুর্দশার জন্য শাসককে নয়, নিজ রাজ্যের ভিন্নজাতের প্রতিবেশীদের দায়ী করবেন। আর রাষ্ট্রীয় মদতে মণিপুরের প্রাকৃতিক ও সামাজিক সম্পদের অবাধ লুণ্ঠন চালাবে দেশি-বিদেশি কর্পোরেট প্রভুরা।

রাষ্ট্রের এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কোনও সোচ্চার প্রতিবাদ এখনও দেখা যাচ্ছেনা। এদিকে কুৎসিত ঘৃণার আবহে হিংসা বেড়েই চলেছে। কয়েকদিন আগে উপজাতি-জনজাতির মুমূর্ষু রোগী সহ গোটা আম্বুল্যান্সও জ্বালিয়ে দিয়েছে দাঙ্গাবাজেরা। কাজেই, এই বিদ্বেষ ও হিংসার শেষ হওয়ার কোনও সম্ভাবনা এখনও দেখা যাচ্ছে না। ঘৃণার মতাদর্শকে পরাস্ত না-করতে পারলে এই অন্ধকার থেকে মুক্তি নেই। আজকের ভারতে সেই অন্ধকারের রাজত্ব আমাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে, শিকারি শ্বাপদের মত। সেই শ্বাপদ-অন্ধকার যেন রূপ নিয়েছে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'সব্যসাচী' কবিতার ভাষায় - ''অভুক্ত শ্বাপদচক্ষু নিঃস্পন্দ আঁধারে জ্বলে রাত্রিদিন''।

আমার ভারত ওদের ভাষ্য

সোমনাথ বসু

যোজনা কমিশনের উদ্যোগে ২০০৬ সালে উন্নয়নের পথে (মাথাচড়া দেওয়া) অসন্তোষ, অশান্তি এবং চরমপন্থার কারণ অনুসন্ধানে ১৬ জন বিশিষ্ট সদস্য নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞমন্ডলী তৈরি হয়। ২০০৮ সালে এই কমিটি রিপোর্ট পেশ করে। যদিও এই রিপোর্ট জন-সমক্ষে আসেনি।

দ্বিতীয় কিস্তি

উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ

১) উন্নয়নের পথে (বাঁধা হিসেবে দাঁড়ানো) অসন্তোষ, অশান্তি ও চরমপন্থার মোকাবিলায় এগুলির কারণ অনুসন্ধানে যোজনা কমিশন ২০০৬ সালে ষোল জন সদস্য বিশিষ্ট এক বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে। তাদের অনুসন্ধান যোগ্য বিষয়গুলির মধ্যে আনুষঙ্গিক আরও 'কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়ের পাশাপাশি যা'-যা' ছিল তা হলো— অসন্তোষ এবং অশান্তি প্রবণ অঞ্চলে ধারাবাহিক ভাবে চলতে থাকা টেনশন এবং বিচ্ছিন্নতাবোধ তৈরি হওয়ার ও তা' ক্রমশ বেড়ে চলার কারণগুলির উৎস সন্ধান। এই কারণগুলির মধ্যে পড়ছে— ব্যাপক হারে উচ্ছেদ, বনাঞ্চল কেন্দ্রিক সমস্যা, জমিতে সত্ত্ব হারানোর ঝুঁকি ছাড়াও সুদখোরি, জমি থেকে জবরদস্তি উৎখাত ইত্যাদি বিবিধ বিষয়। কীভাবে PESA (Panchayet Extension To Sheduled Area Act) আইন আরও দৃঢ়ভাবে বলবৎ করা যায় তা' বিশেষভাবে খুঁজে দেখাও ছিল অন্তর্ভুক্ত কর্তব্য গুলির অন্যতম।

সব মিলিয়ে উল্লিখিত বিষয় সংখ্যা (Terms Of Reference) ছিল ছয়টি। প্রফেসর অমিত ভাদুরী এবং শ্রী অমিয় সামন্ত একটি বৈঠকেও উপস্থিত থাকেননি। ফলে, স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা আর এই কাজের অংশীদার থাকেননি। ড. বিনায়ন এই টিমে খুবই সক্রিয় ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রিপোর্ট শেষ হওয়ার আগেই তাঁর প্রয়াণ ঘটে।

২) এই গ্রুপের বিচার্য্য বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতার নিরিখে ড. ই. এস. শর্মা, ড. এন. জে. কুরিয়েন এবং শ্রী কে. বি. সাক্সেনা, এই তিনজন নতুন সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৪ ও ১৫ ই মার্চ, ২০০৮- এর শেষতম বৈঠক সহ পূর্ণাঙ্গ টিমের অংশগ্রহণে মোট দশটি বৈঠক সম্পন্ন হয়। টিমের কয়েকজন করে সদস্য নিয়ে ফিল্ড ভিজিটের জন্য একাধিক সাব-গ্রুপ গঠিত হয়। অন্ধ্রপ্রদেশ ও ছত্তিশগড় নিয়ে একটি; বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং উড়িষ্যাকে নিয়ে আর একটি ফিল্ড ভিজিট হয়। দু'টি সাব-গ্রুপ-ই আলাদা করে তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেছেন।

৩) গ্রুপের সদস্যদের কাছে আবেদন জানানো হয়, তাঁরা যেন ব্যক্তিগত ভাবে যে-যে বিষয়ে দক্ষ সেই-সেই বিষয়ে তাদের নিজস্ব মতামত লিখিতভাবে দিয়ে রিপোর্টকে সমৃদ্ধ করেন। শ্রী প্রকাশ সিং, শ্রী অজিত দোভাল, শ্রী বি.ডি. শর্মা, শ্রী কমলা প্রসাদ, কে. বি. সেক্সটাইল, শ্রী এস.আর.শঙ্করণ, ড. ই.এস. শর্মা, এবং ড. সুখদেও থ্রট লিখিত পেপার জমা দেন। এই গ্রুপ তাঁদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে।

৪) ড. বেলা ভাটিয়া এবং শ্রী কে. বালাগোপাল স্বেচ্ছায় প্রতিবেদনের প্রাথমিক খসড়াটি রচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে জমা পড়া এবং তখনও পর্যন্ত জমা না-পড়া, তখনও ছাপার পর্যায়ে থাকা রিপোর্টগুলি থেকে সংগ্রহ করা যাবতীয় প্রয়োজনীয় উপাদানে সমৃদ্ধ রিপোর্টটি তৈরী করতে যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। এই গ্রুপ তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে।

৫) প্রতিবেদনের চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার জন্য প্রায় হাফডজন সদস্য নিয়ে একটি ড্রাফটিং কমিটি তৈরী হয়। প্রতিবেদনের চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার জন্য কমিটি দিল্লী এবং হায়দ্রাবাদে একাধিকবার মিলিত হয়ছেন।

এইভাবে উঠে আসা চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদনটি ২০০৮ সালের মার্চে এক্সপার্ট গ্রুপের শেষ বৈঠকে তুলে দেওয়া হয়। এই শেষ বৈঠকের আগেই প্রত্যেক সদস্যের কাছে খসড়া প্রতিবেদনের কপি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। খসড়ার সঙ্গেই প্রত্যেকের কাছে একটি পত্রের মাধ্যমে তাদের দরকার মনে করলে যে কোনও বিষয়ে লিখিত ভাবে মতামত জানানোর অনুরোধ করা হয়। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মেম্বার সেক্রেটারীর কাছে শেষ মিটিংএর আগেই তাদের মতামত পাঠিয়ে দেন। অনেকে মিটিং এর সময়ই তাদের মতামত জানান।

সকলের মতামতই যথাযোগ্য মর্যাদায় গ্রহণ করা হয় এবং তার সিংহভাগই প্রয়োজনীয় সম্পাদকীয় পরিবর্তন সহ প্রতিবেদনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

৬) গ্রুপকে যে-যে বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করতে হয়েছিল সেগুলি উচ্চমাত্রায় স্পর্শকাতর -তো ছিলই এমন-কী বহু বিষয় ছিল চরম বিতর্কিত। স্ব-স্ব ক্ষেত্রে স্ব-নাম ধন্য যেসব বিশিষ্টজনেরা এই গ্রুপের সদস্য ছিলেন তাদের নিজস্ব প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতায় এই বিষয়গুলি সম্পর্কে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণা

থাকা সত্ত্বেও তাঁরা প্রত্যেকে এ ব্যাপারে পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন যে গ্রুপের পক্ষ থেকে সহমতের ভিত্তিতে একটি প্রতিবেদন তৈরি করাই লক্ষ্য হওয়া উচিত যা কর্তৃপক্ষ, নাগরিক সমাজ ও ব্যাপক জনসাধারণের কাছে গত চার দশক ধরে ভারতীয় গ্রাম-জীবনে যে হিংসার আগুন জ্বলছে তার প্রকৃত কারণ ও তা' কার্যকরী প্রতিকারের কিছু উপায় তুলে ধরতে পারে।

সদস্যবৃন্দ সামাজিক দায়বদ্ধতা ও জনসেবার চেতনা থেকে তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাস সরিয়ে রেখে সহমতের ভিত্তিতে একটি ঐক্যবদ্ধ প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে পেরেছেন এটা উচ্চকণ্ঠে স্বীকার্য। চার দশক ধরে গ্রামীণ ভারত যে হিংসায় জর্জরিত তার প্রকৃত চিত্র, কারণ বিশ্লেষণ এবং তা' প্রতিকারের বাস্তবসম্মত করণীয় কার্যসূচী সবার সামনে তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই এই প্রতিবেদন।

প্রতিবেদনের সুপারিশ গুলির দিকে লক্ষ্য করলেই তা পরিষ্কার হবে।

৭) প্রতিবেদনে পাঁচটি অধ্যায় (chapter) আছে। প্রথম অধ্যায়ে এই পরিস্থিতি কোন প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছে তা ব্যাখ্যা দেওয়া আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় কেবলমাত্র পঞ্চম সিডিউলের অন্তর্ভুক্ত আদিবাসী সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছে।

তৃতীয় অধ্যায় মূলতঃ জনগণের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার ব্যর্থতার দায় নিয়ে আলোচনা করেছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে গ্রামীণ অঞ্চলে এই ধরনের হিংসার প্রত্যুত্তরে রাষ্ট্র কোন ভাষায় উত্তর দিয়েছে তা'।

পঞ্চম অধ্যায়ে আছে উল্লিখিত চারটি অধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ এবং সেই বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে উঠে আসা সমাধান সূত্রের কথা।

প্রতিবেদন

দলিত জনসমষ্টির জীবন

১) উচ্চ দারিদ্র্য মাত্রা (High Poverty) ২০০৪-২০০৫ সালের তথ্য অনুযায়ী, SC সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে গ্রামীণ এলাকায় শতকরা ৩৬.৮ ভাগ ও শহরাঞ্চলে শতকরা ৪০ ভাগের-ই অবস্থান দারিদ্র সীমার নীচে। যা ছিল দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী সাধারণ ভারতীয় গড় হার (গ্রামাঞ্চলে মোট জনসংখ্যার ২৮.৪ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে মোট জনসংখ্যার ২৫.৭ শতাংশ'র তুলনায় শোচনীয় মাত্রায় উঁচুতে।

একই রকম ভাবে ST জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে দারিদ্র সীমার নীচে পড়ে থাকা মানুষের হার ছিল গ্রামাঞ্চলে ৪৭.৩ শতাংশ ও শহরাঞ্চলে ৩৩.৩ শতাংশ। সেটাও সাধারণ গড় হারের চেয়ে অনেক বেশী।

২) শিক্ষার নিম্ন মাত্রা (Low Education) শত-শত বছর ধরে দলিত সম্প্রদায়কে শিক্ষার আঙিনার বাইরেই ঠেলে রাখা হয়েছিল। স্বাধীনতার পরে তারা একটু একটু করে শিক্ষার সুযোগ পেতে শুরু করলেও দলিতদের শিক্ষার মাত্রা চিরদিন-ই অনেক নীচুতে থেকেছে। কাজেই যারা দলিত এবং যারা দলিত নয়, তাদের মধ্যে শিক্ষার হার ও স্তরের ব্যবধান ক্রমশ চওড়াই হয়েছে। নীচের সারণী থেকে তা' স্পষ্ট হবে।

তুলনামূলক সাক্ষরতার হার (%)

	SC	ST	others
১৯৯১			
পুরুষ	৫০	৪১	৭০
মহিলা	২৪	১৮	৪৫
মোট	৩৭	৩০	৫৮
২০০১			
পুরুষ	৬৭	৫৯	৭৯
মহিলা	৪২	৩৫	৫৮
মোট	৫৫	৪৭	৬৯

৩) চাকরির সীমিত সুযোগ যেহেতু দলিত সম্প্রদায়ের বসবাস গ্রামাঞ্চলেই বেশী, তাই সমাজের অন্য অংশগুলির তুলনায় জমি না-থাকার উদাহরণ ও SC সম্প্রদায়ের মধ্যেই বেশী। SC জনগোষ্ঠীর দশ শতাংশই ভূমিহীন। এবং সাতাত্তর শতাংশ প্রায় ভূমিহীন। SC/ST সম্প্রদায়ভুক্ত যারা ন'ন তাদের মধ্যে সম্পূর্ণ ভূমিহীন ৪.৮ শতাংশ এবং প্রায় ভূমিহীনের হার ৬৩ শতাংশ। SC সম্প্রদায়ের প্রায় অর্ধেক (৪৫.৬ শতাংশ) কৃষি শ্রমিক। নগরায়ণের প্রসারের ফলে কৃষিক্ষেত্রের বাইরে অন্য সেক্টরে শ্রমিক হিসেবে যে কাজের সুযোগ তৈরী হয়েছে সেখানে ও SC/ST সম্প্রদায়ের মানুষ অন্যদের চেয়ে অনেক

পিছিয়ে। এই তথ্যগুলি দেখিয়ে দেয় তাদের সীমাহীন দারিদ্রের কারণ কী? তাদের না-আছে জমির মালিকানা, না-আছে উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা, না-আছে নানা ধরনের কাজ জোটানোর পথ।

৪) রাজনীতিতে প্রান্তিক অবস্থান দলিতেরা ভোটাধিকার পেয়েছেন। এই নিরিখে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এই অধিকারটুকু পেতেও তাদের অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। এবং তাদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যে তাদের কাছে দায়বদ্ধ, এই দাবি তুলে ধরার জন্যও কম লড়াই করতে হয় নি! যাই হোক-না কেন, শাসনের লাগাম চিরদিন-ই কুক্ষিগত থেকে এসেছে সমাজে যারা প্রধান ও শক্তিশালী তাদের হাতেই, তা' এককালে উঁচুবর্ণের হাতেই থাকুক আর আজকাল মাঝখানের বর্ণের মানুষের হাতেই আসুক।

ক্রমশ

কর্নাটকের নতুন কংগ্রেস সরকার কি বিজেপি সরকারের পশ্চাদমুখি শ্রম আইন বাতিল করতে পারবে?

রঞ্জিত শূর

''কর্ণাটকের বিজেপি সরকার ঘড়ির কাঁটাকে পিছন দিকে ঘোরাচ্ছে''। সদ্য পার হওয়া মে দিবসের বক্তৃতায় ১লা মে এ-কথা বলেছিলেন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গে। কর্নাটকের বিজেপি সরকার কর্নাটকের কলে-কারখানায় ১২ ঘন্টা শ্রম দিবস চালু করায় বিজেপির সমালোচনা করে উপরের কথাগুলো বলেছিলেন মল্লিকার্জুন খড়্গে।

এই বছরেই (২০২৩) ফেব্রুয়ারি মাসে কর্নাটকের বিজেপি সরকার কারখানা আইন (ফ্যাক্টরি এক্ট ১৯৪৮) সংশোধন করে রাজ্যে ৯ ঘন্টার পরিবর্তে ১২ ঘন্টার শ্রম দিবস চালু করেছে। সাপ্তাহিক মোট কাজের সময় একই রেখেছে, ৪৮ ঘন্টা। একই সঙ্গে প্রতি তিন মাসে সর্বমোট ওভারটাইমের পরিমাণ বাড়িয়ে ১৪৫ ঘন্টা করে দিয়েছে। রাজ্য সরকারের যুক্তি এর ফলে রাজ্যে বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ বাড়বে এবং 'ইজ অব ডুইং বিজেনস' অর্থাৎ ব্যবসা করা সহজ হবে। এই প্রসঙ্গে শ্রী খড়্গে একই কারণে কেন্দ্রে বিজেপি সরকারেরও সমালোচনা করেছিলেন। করোনা কালে সাংসদ-শূণ্য সংসদে বিনা বিতর্কে শ্রম কোড বিলকে আইনে পরিণত করেছিল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। এবং ঐ শ্রম কোডেই কারখানা আইন সংশোধন করে ৮ ঘন্টার বদলে ১২ ঘন্টা শ্রম দিবস করার কথা বলা হয়েছে। মে দিবসের ঐ বক্তৃতায় খড়্গে আরো বলেছিলেন, রাজস্থানের কংগ্রেস সরকারও এরকম কারখানা আইন সংশোধন করে বারো ঘন্টা শ্রম দিবস চালু করার উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস হাইকমান্ডের নির্দেশে রাজস্থান সরকার সেই উদ্যোগ পরিত্যাগ করেছে।

কর্ণাটকের সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল আসনে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে কংগ্রেস। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পয়লা মে-র বক্তৃতা কংগ্রেস সভাপতির মনে আছে তো? কর্নাটকের কংগ্রেস সরকার কি আগের বিজেপি সরকারের ১২ ঘন্টা শ্রম দিবসের সংশোধনীটি বাতিল করবে? পিছন দিকে ছোটা ঘড়ির কাঁটাকে কী আবার সামনের দিকে ছোটাবে?

প্রসঙ্গত কলে-কারখানায় ১২ ঘন্টা শ্রমদিবস চালু করার অর্থ কলে-কারখানায় দৈনিক আট ঘন্টার তিনটে শিফটের বদলে দুটো শিফট চলবে অর্থাৎ ২৪ ঘন্টা কারখানা চলবে, কিন্তু শ্রমিক অনেক কম লাগবে। শুধু তাই নয়, শিফট বদলের জন্য মেশিন বন্ধ এবং নতুন শ্রমিক এসে ফের মেশিন চালু করার জন্য যে সময় নষ্ট হয় তাও বাঁচবে। ফলে মালিকের মুনাফার হার বাড়বে। দেশের প্রথম শ্রেনীর অর্থনৈতিক দৈনিক গুলোর খবর কর্নাটকে বড় কারখানা করছে অ্যাপেল (খদ্মদ্মত্ত্ব) এবং ফ্যাক্সকন। চীনের আদলে ১২ ঘন্টা করে দুই শিফটে কারখানা চালাতে চায় তারা। তাদেরই অনুরোধেই কারখানা আইনের সংশোধন করে এই নতুন ১২ ঘন্টার শ্রমদিবস আইন বানিয়েছে কর্নাটকের বিজেপি সরকার। সরকারের বক্তব্য এর ফলে আরও অনেক বিদেশী কোম্পানি কর্ণাটকে আসবে। আমেরিকা সহ অনেক দেশের অনেক সংস্থাই না-কী চীন দেশে আর উৎপাদন কারখানা করতে বা রাখতে চাইছে না। তারা কারখানা গুটিয়ে কর্ণাটকে চলে আসবে। চীনের বদলে ভারতে উৎপাদন করবে। এই কারনেই কারখানা আইন সংশোধন করে রাতের শিফটেও মহিলা শ্রমিকদের নিয়োগের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কারন চীনের ইলেকট্রনিকস কারখানাগুলিতে বিপুল সংখ্যক মহিলা শ্রমিক কাজ করেন।

দক্ষিণভারতে বিদেশি সংস্থা গুলি আসবে, পুঁজি বিনিয়োগ করবে এই আশায় অতি সম্প্রতি এই এপ্রিল মাসে

ঠিক একই রকম ভাবে কারখানা আইন ১৯৪৮ সংশোধন

করে ১২ ঘন্টা শ্রম দিবসের আইন তৈরি করেছিল তামিলনাড়ু সরকার। সেখানেও তিনটির বদলে দুটো শিফট চালু হওয়ার কথা। সপ্তাহে মোট শ্রম সময় ৪৮ ঘন্টা রেখেই আইন করা হয়েছিল। তামিলনাড়ুর শ্রমমন্ত্রী রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বক্তব্য রাখছিলেন, তামিলনাড়ুতে শ্রমিকরা এখন থেকে সপ্তাহে তিন দিন বিশ্রাম উপভোগ করবে, আনন্দে কাটাবে। বিশেষ করে মহিলা শ্রমিকরা এর ফলে খুব উপকৃত হবে। এমনই ছিল তাঁর উৎফুল্ল বক্তব্য। তামিলনাড়ুতে শাসক ডিএমকের বন্ধু দল হল কংগ্রেস এবং বামপন্থীরা। তারা সকলেই একযোগে এর তীব্র বিরোধিতা শুরু করে। বিরোধীরাও প্রতিবাদ জানায়। বিধানসভায় যেদিন আইন পাশ হয় সেদিন কংগ্রেস ও বামপন্থীরা একযোগ বিধানসভা থেকে ওয়াক আউট করে। কংগ্রেসের আইএনটিইউসি সহ সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এই আইন বাতিলের দাবিতে তীব্র প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। সামনে ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচন। এই অবস্থায় ডিএমকে প্রধান এবং মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন প্রমাদ গোনেন। মে দিবসে, পয়লা মে শ্রমিকদের এক জমায়েত উপস্থিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন ঘোষণা করেন, ১২ ঘন্টা শ্রম দিবসের আইন প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। আইন তৈরির মাত্র আট দিনের মাথায় আইনটি প্রত্যাহারের ঘোষণাটা হলো। তবে ঘটনা হলো আইনটি এখনো বাতিল করা হয়নি। স্থগিত রাখা হয়েছে।

তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের কাছে প্রকাশ্যেই বলেছেন, নিজেদের তৈরি করা আইন প্রত্যাহার করতে সাহস লাগে। আমরা সেই সৎ সাহস দেখিয়েছি শ্রমিকদের কল্যাণের লক্ষ্যে। কংগ্রেস ডিএমকে-র বন্ধু সংগঠন। শুধু রাজ্য নয়, আগামী লোকসভা নির্বাচনেও তারা একই সঙ্গে নির্বাচনী লড়াই করবে। রাহুল গান্ধীই সামনে লোকসভা নির্বাচনে তাঁদের জোটের নেতা হবেন— একথাও ঘোষণা করেছে ডিএমকে। এখন লাখ টাকার প্রশ্ন হচ্ছে কর্ণাটকে বিপুল ভোটে জয়ী কংগ্রেস সরকার কি একইভাবে কর্ণাটকেও ১২ ঘন্টা শ্রমদিবসের বিজেপি-র তৈরি আইন প্রত্যাহার করে নেওয়ার সৎ সাহস দেখাবে? শ্রমজীবী মানুষ ও সচেতন নাগরিক সমাজের বিষয়টি নজরে রাখা জরুরি।

এপিডিআর-এর মুখপত্র
'অধিকার' পড়ুন ও পড়ান

পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় কুস্তিতে মহিলা কুস্তিগীররা

নিশা বিশ্বাস

"নির্বল সে লড়াই বলবান কি, ইয়ে কাহানী হ্যায় দিয়ে কি অউর তুফান কি..."

গীতিকার ভরত ব্যাসের এই বিখ্যাত গানে মহিলা কুস্তিগীরদের প্রকাশ্যে গত ৬ মাস ধরে যে যৌন হিংসা ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই এবং আজ তার পরিণতি তার সঠিক বর্ণনা রয়েছে দৈহিক ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের রাজনৈতিক আখাড়ার প্যাঁচ জানা ছিল না। পিতৃতান্ত্রিক হিন্দুত্ববাদী ক্ষমতার সামনে পারলো না তাঁরা! এই জুন ২৫, '২৩ জানিয়ে দিল যে মাঠের লড়াই থেকে সরে যাছে তারা, এইবার লড়াই হবে আদালতে। তাই হওয়ার কথা ছিল? আরএসএস পরিচালিত মনুবাদী-ফাসীবাদী বিজেপি সরকার বাঁচিয়ে নিল বাহুবলি সাংসদ ব্রীজভূষণ শরণ সিং-কে। বাবরি মসজিদ ধংবসে কান্ডারী, আদবানীর রথের চালক এবং গোন্ডা, বলরামপুর, বাহরাইচ, শ্রাবস্তী ও অযোধ্যা অবধি যাঁর রাজনৈতিক প্রভাব আছে। এমন এক ব্যক্তিকে বলি কি দিতে পারে হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকার? অলিম্পিক ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পদকজয়ী এক নাবালিকা ও ছয় মহিলা কুস্তিগীররা ভারতের রেসলিং ফেডারেশনের সভাপতি ও বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ শরণ সিং-এর বিরুদ্ধে গুরুতর যৌন হিংসার অভিযোগের তদন্ত করে ১৫ ই জুন দিল্লি পুলিশ ১০০০ ও ৫০০ পাতার চার্জশীট দিল। রাউজ এভিনউ কোর্টে এবং পাটিয়ালা হাউস কোর্টে রিপোর্ট দাখিল করে আর্জি জানায় যে, সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে ব্রীজভুষণের বিরুদ্ধে শিশু যৌন নির্যাতন সুরক্ষা বা পকসো আইনে যে মামলা রয়েছে তা' নাকচ করে দেওয়া হোক। কারণ হিসাবে তাঁদের যুক্তি পদকজয়ী নাবালিকা পরবর্তীকালে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বয়ান দিয়ে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ তুলে নিয়েছ

কুস্তিগীর মেয়েদের বেশ বেগ পেতে হয় ব্রীজভূষণ-এর বিরুদ্ধে এফআইআর করতে। ২০১২ থেকে ২০২২ সাল অবধি রেসলিং ফেডারেশনের সভাপতি থাকার সুবাদে ব্রীজভূষণ মহিলা কুস্তিগীরদের বারে-বারে যৌন নির্যাতন করেছে এবং জানাজানি হলে খারাপ হবে বলে ভয় দেখিয়েছে। কুস্তিগীর'রা ১৮ জানুয়ারি, '২৩ দিল্লির যন্তর-মন্তরে ধর্নায় বসে। ২৩শে জানুয়ারি অলম্পিক পদকজয়ী বক্সার মেরী কমের নেতৃত্বে 'তদারকি (ওভারসাইট) কমিটি' গঠিত হয়। তদারকি কমিটির সদস্য ববিতা ফোগাট অভিযোগ করেছে,

অভিযোগকারীদের বক্তব্য ক্রস-ভেরিফাই করা হয়নি এবং তাঁর আপত্তিও রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। যদিও রিপোর্ট এখনও প্রকাশ করা হয়নি, কিন্তু পিটিআইএর মতে অভিযুক্ত ব্রিজভূষণকে 'ক্লীন চিট' দেওয়া হয়েছে।

দিল্লী পুলিশ ব্রীজভূষণ-এর বিরুদ্ধে এফআইআর করেনি। হতাশ মহিলা কুস্তিগীররা তাই সুপ্রিম কোর্টে যায় এবং এপ্রিল মাসের শেষে ফের যন্তর-মন্তরে ধর্ণায় বসে। সুপ্রিমকোর্টে শুনানী চলাকালীন দিল্লী পুলিশ বাধ্য হয়ে দুটি এফআইআর নথিভুক্ত করে, যার মধ্যে একটি পকসো আইনে। পকসো আইন ছাড়াও এফআইআর-গুলির মধ্যে রয়েছে। আইপিসি ধারা ৩৫৪, ৩৫৪ডি এবং ৩৪ (শালীনতাকে ক্ষুব্ধ করার উদ্দেশ্যে আক্রমণ, যৌন হয়রানি, ও স্টকিং)।

পকসো আইন অনুযায়ী উচিত ছিল ব্রিজভূষণের তৎক্ষনাৎ গ্রেপ্তারী। তা' না-করে দিল্লী পুলিশ তাকে 'খোলা ছুট' দেয়, যাতে ব্রীজভূষণ বেশ দক্ষতার সঙ্গে অভিযোকারীদের সন্ত্রস্ত করতে পারে। কুৎসা রটিয়ে, তাঁর পক্ষে সমর্থন জোগাড় করে, মিটিং মিছিল করে ব্রীজভূষণ দাবি করে যে, তাকে মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসানো হয়েছে ও পকসো আইনের অপব্যবহার করেছে। তিনি পরিবর্তনের পক্ষে জোরদার সওয়াল করেন। অন্যদিকে কুস্তিগীর'রা পদে-পদে হেনস্থা হচ্ছেন, তাঁরা খাবার জল পায় না। বাধ্য হয় বৃষ্টির মধ্যে ভিজে রাত কাটাতে। পরে অবশ্যই বিভিন্ন সংগঠনের সমর্থন ও উদ্যোগে তাঁরা কিছুটা স্বস্তি পায়।

বিক্ষোভকারীরা সিদ্ধান্ত নেয় যে, তাঁরা ২৮শে মে নতুন সংসদ ভবনের সামনে মহিলা মহাপঞ্চায়েত করবে। দিল্লী ও হরিয়াণার পুলিশ সমস্তদিকে ব্যারিকেড করে সমর্থকদের পোঁছাতে বাধা দেয়। খাপ ও কৃষক নেতাদের গ্রেপ্তার করে। বিক্ষোভকারীরা শান্তিপূর্ণভাবে নতুন সংসদ ভবনের দিকে এগোতে গেলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়, জোর করে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যায়, পেটায় এবং জবরদস্তি করে তুলে বিভিন্ন থানায় নিয়ে যায়। প্রায় ৭০০ জনের বিরুদ্ধে দাঙ্গা লাগানো এবং সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ব পালনে বাধা দেওয়ার অভিযোগে মামলা রুজু করা হয় যাদের মধ্যে ১০৯ জন বিক্ষোভকারীও ছিল। তাঁদের ধর্ণাস্থলকে সরিয়ে পুলিশ জানিয়ে দেয়, তাদের আর অবস্থান বিক্ষোভের অনুমতি দেওয়া হবে না।

পুলিশ ব্রীজভূষণের বিরুদ্ধে এফআইআর নিতে চায় নি অথচ দেশে বিদেশে নানান প্রতিয়োগিতায় এমনকি অলিম্পিকেও পদক জেতা ও দেশের নাম উজ্জ্বল করা এই খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে এমন একটি কড়া এফআইআর করে যা চোখে পড়ার মত। অগত্যা কুস্তিগীররা ঠিক করে যে তাঁদের জেতা পদকগুলি তাঁরা হরিদ্বারের গঙ্গায় নিক্ষেপ করবে এবং ইন্ডিয়াগেটে অনির্দিষ্টকালের জন্য উপবাসে বসবে। কৃষক নেতা নরেশ টিকাইত এবং অন্যান্যদের দ্বারা আস্বস্ত হওয়ার পরে পদক নিমজ্জিত না করে তারা ফিরে আসে।

ইতিমধ্যে তাঁরা দেশব্যাপী কৃষক ও মহিলা অধিকার সংগঠন সমর্থনের আহ্বান জানায়। মামলায় নাবালিকা অভিযোগ-কারীর পরিচয় প্রকাশ করার ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয় যা' পোকসো আইনের ২২৮-এ ধারায় ফৌজদারি অপরাধ। দেশ বিদেশে সমালোচনার ঝড় উঠলে, আন্দোলনকারী কুস্তিগীরদের সাথে মিটিং করে দেশের গৃহমন্ত্রী এবং ক্রীড়ামন্ত্রী। ঠিক হয় ১৫ই জুনে, '২৩ মধ্যে পুলিশ তদন্ত শেষ করে আদালতে চার্জশীট পেশ করবে এবং আন্দোলনকারীরা আন্দোলন স্থগিত রাখবে। চাপ বাড়ানো হয় নাবালিকা অভিযোগকারীর উপরে। তদন্তের নামে কুস্তিগীর মেয়েদের, ক্রাইম দৃশ্য পুনর্নির্মাণ করার নামে, নিয়ে যাওয়া হয় রেসলিং ফেডারেশনের অফিসে, ব্রীজভূষণের উপস্থিতিতে।

সামাজিক, মানসিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপ বাড়তে থাকে অভিযোগকারীদের উপরে। তাঁরা কর্মস্থলে যোগ দিতে বাধ্য হয়। ব্রীজভূষণের দল তার সাথে সাথে চলাতে থাকে অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যমূলক প্রোপাগান্ডা। অডিও, ভিডিও রেকর্ডিং দেওয়া সত্বেও, ফিজিওথেরাপিস্ট, চীফ-কোচের এবং ২০১০ সালের কমনওয়েলথ কুস্তিতে সোনা জয়ী অনিতার এবং অন্যানদের মৌখিক ও লিখিত বয়ান থাকা সত্ত্বেও আসে, ১৫ জুনে, '২৩-এর এই চার্জশীট। উদ্দেশ্য একটাই, কী-ভাবে ব্রীজভুষণকে অভিযোগ থেকে মুক্ত করা যায়।

অনেকেই মনে করছে যে, বিজেপি সরকার তাদের সাংসদ ব্রীজভূষণকে বাঁচানোর যে চেষ্টায় ছিল সেই প্রক্রিয়ায় এটাই প্রত্যাশিত। সরকারের এই অভিপ্রায় পূরণ করেছে দিল্লী পুলিশ। এখন দেখতে হবে, ৪ জুলাই, '২৩ অর্থাৎ পরবর্তী শুনানির তারিখে অদালত কী সিদ্ধান্ত নেয়।

সমগ্র বিশ্ব দেখলো যে, আমার দেশের সরকার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অভিযোগকারীদের প্রতিপক্ষ মনে করেছে। দেখলো, দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলিকে এক 'বাহুবলি'র সামনে নত হতে। যে ব্যক্তি কুস্তীগীরদের স্বীকৃতির সম্মানীয় স্মারক-পদককে ১৫-১৫ টাকার বলেছে, তাকে বাঁচিয়ে দিল 'গোলি মারো ...' ক্রীড়ামন্ত্রী।

আসলে, এই যৌন হিংসার বিষয়টি মোটেই কয়েকজন কুস্তিগীরদের কয়কটি যৌন হেনস্থা বা হিংসার ঘটনায় থেমে নেই। এ'টা দেশের সমস্ত মেয়েদের অপমানিত হওয়ার ধারাবাহিক চিত্র। বাড়িতে, রাস্তায়, ট্রাম-বাসে, স্কুল-কলেজে, খেলার মাঠে, কর্মক্ষেত্রে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের নানান বৈষম্য ও হেনস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। এই মহিলা কুস্তিগীররা প্রকৃতপক্ষে দেশে অর্ধেক জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করছে এবং দেশের মেয়েরা তাঁদের সমর্থন করে অথবা নীরব থেকেও মনে করে, এই লড়াই তাদের লড়াই এবং কুস্তিগীরদের পরাজয়, তাদের পরাজয়।

যৌন হিংসার এই মামলায়ে যে ভাবে সমস্ত মূল্যবোধ ও আইনগুলিকে শিঁকেয় তোলা হল, তা' গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী সংগঠন, বিশেষ করে মহিলা সংগঠনগুলির সামনে আসন্ন বিপদের সংকেত। এ-যেন এত দিনের সংঘর্ষ ও আন্দোলনের ফলে অর্জিত অধিকারগুলিকে নস্যাৎ করা। সাক্ষ্য-প্রমাণ জোগাড় করার নামে যে ভাবে নির্যাতিতাকে পুনঃ পুনঃ যৌন হিংসার অভিজ্ঞতা অনুভব করতে বাধ্য করা হলো, তা এক গণতান্ত্রিক দেশের লজ্জা। এমন নয় যে, দেশের সরকার এই প্রথম কোনও যৌন হিংসায় আক্রন্তকে বাঁচাতে গিয়েছে। এমন ঘটনার-তো লম্বা ফিরিস্তি রয়েছে। কিন্তু যেভাবে এই মামলায় দেশের সরকার তার সমস্ত তন্ত্র নামিয়ে মামলাটিকে দফা-রফা করলো তা' মহিলা আন্দোলনের উপরে একটা কড়া চাবুক। মহিলা খেলোয়াড়দের অপমানিত করা হল। তাঁদের মেডলগুলিকে '১৫ টাকার জিনিস' বলে এবং পুরস্কারের টাকা ফেরৎ চাওয়া হল। বলা হল, 'আন্দোলন ছাড়ো অথবা চাকরী' যেন চাকরী তাদের অর্জিত নয় করুণায় প্রাপ্য! মেয়েরা যে নতুন ইতিহাস লিখছে, তা' বর্তমান শাসক সিএএ, এনআরসি বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে বুঝে গিয়েছিল। শাহীনবাগের সংঘর্ষ এবং তার সমর্থনে মেয়েদের ভাগীদারী নতুন ইতিহাস রচনা করে। কৃষক আন্দোলনে মেয়েদের অংশীদারী ছিল চোখে পড়ার মত। পুরুষ প্রধান সমাজ মেয়েদের স্পর্ধা সহ্য করতে পারে না। আজ যেন সুযোগ পেয়ে গেল প্রতিশোধ নেওয়ার।

আজ যখন দেশের মেয়েরা, নিজের পরিশ্রমে সাফল্য অর্জন করছে। তাঁরা যখন পড়াশুনা, খেলা, বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে নাম করছে, তাদের সমালোচনা করার ও নিয়ন্ত্রণ করার এঁরা কারা। তাই বুঝতে হবে, মহিলা কুস্তিগীরদের এই লড়াই কেবল ক'টি মহিলা খেলোয়াড়দের তাঁদের নিগ্রহকারীর বিরুদ্ধে লড়াই নয়। এই সংঘর্ষ দেশের সমস্ত মেয়েদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সেই চিন্তাধারাকে চ্যালেঞ্জ করছে, যেখানে মেয়েদের পুতুল মনে করা হয়— মনে হলে তাদের পুরস্কৃত করে সংবর্ধনা জানানো যায় এবং ইচ্ছা হলে অপমানিত করে গর্তে ফেলে দেয়া যায়।

পদকজয়ী মহিলা কুস্তিগীরদের লড়াই-এর এই পরিণিতি মহিলা আন্দোলনের জন্য অশনি সংকেত। অধিকার আন্দোলন থেকে অর্জিত অধিকারও আজ কেড়ে নিতে চাইছে রাষ্ট্র। মহিলা কুস্তিগীরদের এই মামলা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, যতই বিখ্যাত হও না-কেন তুমি নারী, তাই এই সামন্ততান্ত্রিক সত্ত্বার লক্ষ্যবস্তু। এই নারী-বিরোধী পরিবেশ পাল্টানোর জন্য শক্তিশালী আন্দোলন অপরিহার্য যা' কেবল নারী আন্দোলনকেই গণতান্ত্রিক করবে না, দেশকেও প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ করবে। পিতৃতন্ত্র ধ্বংসের পথ দীর্ঘ!

তথ্যানুসন্ধান

চর-বাজিতপুর ও পিরোজপুর সীমান্ত, মুর্শিদাবাদ: বিএসএফ-এর অত্যাচার বনাম দেশের নাগরিক অধিকার...

মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর সাব ডিভিশনের রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েত বরসিমুল দয়ারামপুরের দুটি গ্রাম, চর বাজিতপুর ও পিরোজপুর ২। দুটি গ্রাম মিলিয়ে প্রায় ১৫ হাজার লোকের বাস। ভারত বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকা। এখানকার মানুষের আহ্বানে এপিডিআর যায়, বিএসএফের অত্যাচার নিয়ে তথ্যানুসন্ধান করার জন্য। ৬ মে ২০২২, সংগঠনের রঘুনাথগঞ্জ (২) শাখা গ্রামদু'টিতে তথ্যানুসন্ধানে যায়। মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সদস্যও ছিলেন সাথে।

এলাকার ভৌগোলিক অবস্থানটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। চর বাজিতপুর ও পিরোজপুর গ্রামদু'টি একদিকে ও গোটা জঙ্গিপুর সাব ডিভিশনের বাজার, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, আদালত, এসডিও অফিস, ডিএম অফিস, থানা, এসপি অফিস, বাস স্ট্যান্ড, রেলস্টেশন, অপরদিকে মাঝখান দিয়ে গেছে পদ্মা নদী। অর্থাৎ নদীর এক দিকে, নদীর চরে বাজিতপুর, পিরোজপুর গ্রাম। আর অপরদিকে গোটা জঙ্গিপুর টাউন। এই নদীর যে পারে সমস্ত টাউনশিপ, সেই পারেই পদ্মা নদীর ধারে বিএসএফ ক্যাম্প। নদীর ওপর অনেকগুলো নৌকা বসিয়ে,

তার ওপর দিয়ে একটি পরিতক্ত বাঁশের সেতু। লোকজনের নদী পারাপার, বাইক, চার চাকা পারাপারের জন্যও ভরসা এই পরিত্যক্ত বাঁশের সেতু। নদী পারাপারের জন্য কোন নৌকার ব্যবস্থা নেই। এই নদীর অপর পাড়ে, নদী থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে চর বাজিতপুর ও পিরোজপুর গ্রাম। তার থেকে আরো প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে হল ভারত বাংলাদেশ বর্ডার। সেই বর্ডারে কোন বিএসএফ গার্ড নেই। বাংলাদেশের লোক অতি সহজেই বর্ডার পেরিয়ে পিরোজপুর, বাজিতপুর গ্রামে ঢুকে যেতে পারে। তাদের আটকাবার কেউ নেই। বিএসএফ রীতিমতো ক্যাম্প করে আছে বর্ডার থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার দূরে পদ্মা নদীর পাড়ে। গোটা টাউনশিপে ঢোকার ঠিক আগে।

নদীর বাঁশের সেতুর ঘাটে, বিএসএফ ক্যাডাররা বাইক গুলি চেকিং করছে। প্রত্যেকটি বাইকের সিট খুলে এয়ার ফিল্টার খুলে চেকিং চলছে। তাছাড়া আর একটা লাইনে দাঁড় করানো হয়েছে প্রচুর মানুষজনকে। তাদের প্রত্যেকের ব্যাগের বাজার থেকে কিনে আনা সমস্ত জিনিসপত্র একটা গামলায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে। তারপর চলছে চেকিং। এলাকার মানুষের বলছেন, গ্রামের সব লোককেই বিএসএফ চোরাচালানকারী হিসেবে সন্দেহ করে। প্রসঙ্গত, এই তল্লাশি নিয়ে ক্যাম্পের বিএসএফ কমান্ডারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি দেওয়ালে সাজানো একটা তথ্য দেখতে বলেন। সেখানে দেখা যায় গত দু'বছরে মাত্র একজনকে চোরাচালানকারী হিসাবে ধরা হয়েছে, তাও সে নাকি গ্রামের বাইরের বাসিন্দা। তাহলে তল্লাশির নামে এলাকার জনগণকে সন্ত্রস্ত করাটাই কি বিএসএফের একমাত্র কাজ?

এপিডিআর টিম বাঁশের সেতুটি পেরোতে গেলে তাদের বাধা দেওয়া হয়। নিজের দেশেই যেতে গেলে কেন বাধা দেওয়া হচ্ছে, এই প্রশ্ন জোরের সাথে করার পর লোকজন জমে যায়। এপিডিআর টিম দাবি করে ক্যাম্প কমান্ডারকে আসার জন্য। কমান্ডার আসার পর অনেক তর্ক-বিতর্ক শেষে এপিডিআরের টিমকে গ্রামগুলিতে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়। প্রত্যেকের আধার কার্ড অথবা ড্রাইভিং লাইসেন্স জমা করতে হয়। নাম লেখা হয়। সই করানো হয়। সংগঠনের পরিচয়পত্রও চাওয়া হয়। ৫০ বছরের একটি বিশ্বাসযোগ্য মানবাধিকার সংগঠনের কথা জোড়ের সাথে বলাতে সংগঠনের পরিচয় পত্র দেখতে চাওয়া থেকে বিএসএফ কমান্ডার বিরত হন। যাওয়ার সময় প্রত্যেকটি এপিডিআর সদস্যের ব্যাগ ও দেহ চেকিং হয়। তথ্যানুসন্ধানের দল গ্রামে পৌছয়।

আশিকুল শেখ, পেশায় রাজমিস্ত্রি, বয়স ৫০, বলেন, গ্রাম গুলিতে কোন হাসপাতাল নেই। প্রসবকালীন মহিলা সহ সমস্ত আপদকালীন রোগীদের ওই ভাঙ্গা রাস্তা, নদী, বিএসএফ ক্যাম্প, তাদের চোখ রাঙানি পেরিয়ে রঘুনাথগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। ভয় থাকে রাস্তাতেই রোগী মারা যাওয়ার। বহুদিন থেকে দাবি করেও এমএলএ, এমপি, প্রশাসনের কাছে ঘুরেও গ্রামে কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্র করানো যায়নি। গ্রামে কার্যত কোন অ্যাম্বুলেন্স নেই। বহুদিন দাবি করার পর একটি মাত্র অ্যাম্বুলেন্স এলেও সেটা গ্রামের পঞ্চায়েত মেম্বার ও প্রধানের দখলে। গ্রামের সাধারণ মানুষের সেই অ্যাম্বুলেন্স ধরাছোঁয়ার বাইরে। অতটা রাস্তা অতিক্রম করে গ্রামের বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের রঘুনাথগঞ্জের হাইস্কুলে যেতে হয়। ফেরার সময় কোন টিউশন নিয়ে গ্রামে ঢুকতে পারে না। কারণ, সকাল ছটা থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত বছরের পর বছর ধরে ১৪৪ ধারা জারি, বিকেল পাঁচটার পর স্কুলের বাচ্চা থেকে শুরু করে গ্রামের যে কোন লোক, কেউই আর গ্রামে ঢুকতে পারে না। তাদের গ্রামের বাইরেই থাকতে হয়। বিকেল পাঁচটার পর রাজমিস্ত্রি থেকে লেবার বা কৃষক থেকে কলেজ পড়ুয়া, ব্যবসায়ী, কেউই ট্রেনে বাসে অন্য কোথা থেকে এলেও তারা বিকেল পাঁচটা বেজে গেলে আর গ্রামে ঢুকতে পারে না, যতই সমস্যায় তারা পড়ুক না কেন! বিএসএফরা ছাড় দেয় একমাত্র পঞ্চায়েতের মেম্বার বা প্রধানকে। এলাকায় কোন বিদ্যুৎ নেই। কয়েকটি সৌর বিদ্যুতের যন্ত্র রাখা আছে । তাতে শুধুমাত্র রোদ থাকলে দিনের বেলায় বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। রাত্রে সাধারণত কোনদিনই বিদ্যুৎ পাওয়া যায়না। বহুদিন থেকে বহু দাবি করেও কোনোভাবেই আজও ইলেকট্রিক লাইন গ্রামে ঢোকেনি। রাত্রে কারেন্ট না থাকলেও ঘরের বাইরে বিকেল পাঁচটার পর আর যাওয়া যায় না। প্রচন্ড গরমের মধ্যেও ঘরের বাইরে বিকাল পাঁচটার পর কোন খোলা জায়গায় বসা যায় না। বাজার থেকে কেউ ২৫ কেজি চাল আনতে পারেনা। বিএসএফ বন্ধ করে দিয়েছে। ২৫ কেজি বা তার বেশি চাল আনতে গেলে পঞ্চায়েত মেম্বারের সার্টিফিকেট লাগে। চাল আনতে গেলেও পঞ্চায়েতের মেম্বারের পেছনে পেছনে দৌড়ে বেড়াতে হয়। তার মর্জি মাফিক সার্টিফিকেট দেয়।

গ্রামের যুবক জুয়েল শেখ বলেন, বিবাহিত বোন বা দিদিকে গ্রামের বাইরে শ্বশুরবাড়ি থেকে আনতে গেলে গ্যারেন্টার লাগে। তিন দিনের বেশি মেয়ে যদি বাপের বাড়িতে থাকে তাহলে আবারও মেম্বারের সার্টিফিকেট লাগে।

পেশায় মাদ্রাসা শিক্ষক ওয়াহিদুর রহমান বলেন, গ্রামের কাছাকাছি কোন হাই স্কুল নাই। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের গ্রাম থেকে বহুদূরে বিএসএফ ক্যাম্প পেরিয়ে হাই স্কুলে যেতে হয়।

সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বিকেল পাঁচটার মধ্যে বিএসএফ ক্যাম্প পার হয়ে গ্রামে ফিরে আসতে হয়। ভালো পড়াশোনার জন্য ছাত্র-ছাত্রী বাইরে কোন টিউশন নিতে পারেনা। গ্রামের মধ্যে একটি আবাসিক মাদ্রাসা আছে। ওই মাদ্রাসায় যেসব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পড়ে, তাদের পারিবারিক অভিভাবকরা স্বাভাবিক পদ্ধতিতে বাচ্চাদের সাথে দেখা করতে পারেনা। তারা প্রথমে বিএসএফ ক্যাম্পে আসে। প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূর থেকে মাদ্রাসার শিক্ষক বিএসএফ ক্যাম্পে এসে বাচ্চার অভিভাবক হিসাবে চিনিয়ে দেওয়ার পরেই তারা গ্রামে ঢুকতে পারে। যদিও বাচ্চার ছবি দিয়ে একটি রেজিস্টার বিএসএফ ক্যাম্পে রাখা থাকে, সেখানে বাবা মা বা অভিভাবকের নামও লেখা থাকে। তা সত্ত্বেও, বাবা মা বা অভিভাবকের আধার কার্ড দেখেও বিএসএফ বাচ্চাদের সাথে দেখা করার জন্য বাবা মাকে ছাড়ে না। মাদ্রাসা থেকে শিক্ষক আসবে, অভিভাবকদের চিনিয়ে দেবে, তবেই বিএসএফ তাদের ছাড়বে। ফলে দিনের পর দিন বাচ্চাদের অভিভাবকরা হেনস্তা হওয়ার ভয়ে মাদ্রাসায় আসে না। বাচ্চারাও বাবা মার সাথে দেখা করতে পারে না। তিনি আরও বলেন, একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগদানকারী বেশ কিছু মহিলাকে চেকিং এর সময় লাইনে ঠিকঠাক না দাঁড়ানোর জন্য বিএসএফ ক্যাডাররা মারধর করে।

গ্রামের যুবক সেলিম রেজ্জাক বলেন, গ্রামে ঢুকতে গেলে চেকিং এর সময় বিএসএফ লুঙ্গি ঝেড়ে দেখে। মহিলাদের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে কাপড় খুলেও দেখা হয়। গ্রামের মানুষের হেনস্থার শেষ নাই।

গ্রামের মহিলা নিলফা বিবি ও ফিরদৌসী বিবি বলেন, চেকিং এর সময় মহিলা বিএসএফ ক্যাডাররা মারধর করে। শরীরের যেখানে-সেখানে হাত দেয়। অনেক গোপন স্থানেও তারা হাত দিয়ে দেখে।

পরিবারের প্রয়োজনমতো চাল আনতে দেয়না। সবজি আনতে দেয়না। মেয়ে বাপের বাড়িতে আসতে পারেনা। সীমান্তবর্তী গ্রাম বলে কেউ বিয়ে দিতে চায় না।

গ্রামের প্রাক্তন মেম্বার আব্দুল সাত্তার সাহেব এই অত্যাচারের প্রচন্ড বিরোধিতা করে। তিনি বলেন বর্ডার এলাকাতে বিএসএফ নেই, অথচ গ্রামের ভেতরে নদীর পাড়ে বিএসএফ। এ কোথাকার নিয়ম? পঞ্চায়েত, প্রশাসন কেউই এর বিরোধিতা করে না। আমাদের গ্রামের মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে।

গ্রামের কৃষক সারিকুল ইসলামও একই কথা বলেন। তিনি বলেন বিএসএফ, পঞ্চায়েত, এলাকার প্রশাসন সবই একই সাথে যুক্ত। সবাই মিলে গ্রামের লোকেদের ওপর অত্যাচার করছে। বর্ডার এলাকায় কোন গার্ড নেই। অথচ গ্রামের মধ্যে বিএসএফ। বাজার যাওয়ার উপায় নেই। হাসপাতাল, আদালত, থানা, ইলেকট্রিক অফিস, প্রয়োজনে এলাকার বাইরে কোথাও স্বাধীনভাবে যাওয়ার উপায় নেই। বছরের পর বছর ধরে ১৪৪ ধারা চলছে। এলাকার সবজি বাইরে বিক্রি করা দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইরে থেকে চাষের জন্য বীজ, বিষ বা সার নিয়ে আসা মহা মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমস্ত কিছু মাটিতে ফেলে চেকিং হয়। গ্রামের মানুষ প্রচন্ড চেঁচামেচি করার জন্য চাল, ডাল মাটিতে ফেলা বন্ধ হয়েছে। একটা বিহিত প্রয়োজন। সাথে সাথে প্রায় প্রতিটি গ্রামবাসী জানায় পরবের সময় কতটা গরুর মাংস কাটা হবে, গ্রামে কটা গরু নিয়ে যাওয়া হবে, তাও ঠিক করে দেয় বিএসএফ। ঈদের সময় এক একটা বাড়ি দুটোর বেশি জামা কিনে আনতে পারে না। দুটোর বেশি জামা আনলে বিএসএফ ক্যাম্প আটকে দেয়।

এরপর তথ্যানুসন্ধান টিমটি গ্রাম থেকে আরও প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার দূরে একদম ভারত বাংলাদেশের বর্ডারে যায়। সেখানে গিয়ে সমস্ত এলাকায় ঘুরে অনেক খুঁজেও কোন বিএসএফ ক্যাডার পায় না। কোন পাহারাদার পায়না। বাংলাদেশের গ্রামগুলি থেকে অতি সহজেই হাঁটতে হাঁটতে মানুষ ভারতে ঢুকে পড়তে পারে। কারণ বর্ডারের খুব কাছেই বাংলাদেশের গ্রামগুলি। কিন্তু তাদের আটকাবার জন্য সত্যিই কোন বিএসএফ ক্যাডার নেই। বর্ডারের নির্দিষ্ট এলাকাটির বিস্তৃতি অনেক। এখানেও বিএসএফ ক্যাম্প হতে পারতো। কিন্তু এই নির্দিষ্ট এলাকায় বিএসএফ ক্যাম্প না-করে প্রায় সাড়ে আট কিলোমিটার ভিতরে গ্রামের মধ্যে নদীর পাড়ে বিএসএফ ক্যাম্প। কেন করা হয়েছে? কোন আইনে করা হয়েছে? তথ্যানুসন্ধান টিমটি এর কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ অনুধাবন করতে পারেনি।

পর্যবেক্ষণ :

গ্রামবাসীরা নিজেদের এলাকায় নিজেরাই হয়ে উঠেছে পরাধীন। মনে হয়, পরবাসের এই জীবন! তাদের সমস্ত জীবন জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করছে বিএসএফ। শুধুমাত্র সীমান্তবর্তী বলে, এলাকার সমস্ত মানুষ, বাচ্চা থেকে বুড়ো পর্যন্ত প্রায় ১৫ হাজার মানুষের জীবনে নেমে এসেছে চোরাচালানকারীর অভিযোগ। বেআইনিভাবে বছরের পর বছর ধরে চলছে ১৪৪ ধারা। কোন একটা এলাকায় ১৪৪ ধারা খুব বেশি হলে দুই মাস থাকতে পারে। তারপর তাকে আবার নতুন করে রিনিউ করতে হয়। কিন্তু একটা এলাকায় বছরের পর বছর ধরে ১৪৪ ধারা জারি,

এলাকার মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে তছনছ করে দিয়েছে। এই ১৪৪ ধারা ধারা জারি করেছে জেলা শাসক। অবিলম্বে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করে গ্রামবাসীদের স্বাভাবিক বিএসএফ সন্ত্রাসহীন জীবনযাত্রার ব্যবস্থা জেলা শাসককে করতে হবে।

পরবের সময় এলাকার মানুষ কতটা গরুর মাংস কাটবে, কটা গরু আনবে, কটা জামা কাপড় কিনবে, এর ওপর হস্তক্ষেপ মানে এলাকার মানুষের সংস্কৃতির উপর হস্তক্ষেপ। খাবারের উপর হস্তক্ষেপ। পশুপালন করার ওপর হস্তক্ষেপ। অবিলম্বে এই অমানবিক বেআইনি হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। বিএসএফ হোক, সিআরপিএফ বা পুলিশ হোক বা কোন নেতা হোক, কারোরই জনগণের সংবিধানসম্মত সাংস্কৃতিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা নেই।

দাবি :

১) তল্লাশির নামে গ্রামবাসীদের ওপর হেনস্থা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। তল্লাশির নামে মারধোর, মহিলাদের যৌন হেনস্থা, যে বিএসএফ ক্যাডার করবে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া মাত্র রাজ্য প্রশাসনকে অবিলম্বে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।

২) কোন আইনে বিএসএফ বর্ডারের নির্দিষ্ট এলাকায় না থেকে প্রায় বর্ডার থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে গ্রামের ভেতরে নদী তীরবর্তী উর্বর কৃষি জমির ওপর ক্যাম্প করে আছে? বিএসএফকে বর্ডারের নির্দিষ্ট পয়েন্টে চলে যেতে হবে।

হবে।

৩) অবিলম্বে এলাকার মানুষের দাবি অনুযায়ী জেলা প্রশাসনকে চর বাজিতপুর ও পিরোজপুরে একটি হাসপাতাল ও হাইস্কুল করতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব এলাকায় ইলেকট্রিসিটির ব্যবস্থা করতে হবে।

তথ্যানুসন্ধান পরবর্তী কর্মসূচী :

গত ১৩ই মে, ২০২৩, রঘুনাথগঞ্জ (২) শাখা, ৪২ জন সাধারণ সদস্য নিয়ে তেঘড়িয়া স্কুলে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত শাখার ৬ তম সম্মেলন করে। সম্মেলনে বারংবার বিএসএফের অত্যাচারের কথা উঠে আসে। কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলী ও মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি পক্ষ থেকে এই শাখা সম্মেলনে উপস্থিত ছিল, সংগঠনের দুই সহ-সম্পাদক আলতাফ আহমেদ ও মৌতলী নাগ সরকার, মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির পক্ষে সম্পাদক গোলাম মোঃ আজাদ ও সহ-সভাপতি রাহুল চক্রবর্তী।

সম্মেলনের পর সংগঠনের দুই সহ-সম্পাদকসহ কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য'রা রঘুনাথগঞ্জ (২) শাখার কার্যকরী কমিটিকে সঙ্গে নিয়ে বিএসএফ ক্যাম্পে যায় এবং ক্যাম্পের কমান্ডারের সাথে কথা বলে। বহু বিতর্কের পর দুটি বিষয় সমাধান হয়।

১) চর বাজিতপুরের আবাসিক মাদ্রাসাতে বাচ্চাদের সাথে অভিভাবকরা দেখা করতে এলে তাদের অপেক্ষা না করিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে । তাদেরকে চিনিয়ে দেওয়ার জন্য মাদ্রাসার কোন শিক্ষককে পাঁচ কিলোমিটার অতিক্রম করে বিএসএফ ক্যাম্পে আসতে হবে না।

২) ২৫ কেজি বা তার বেশি চাল ডাল কিনে নিয়ে বাজার থেকে আসলে কোনরকম না-আটকে বিএসএফ তাদেরকে ছেড়ে দেবে। বহু বিতর্কের পর গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে এই সিদ্ধান্ত হয়।

গ্রামবাসীদের খবর অনুযায়ী এখনো পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত বহাল আছে।

রঘুনাথগঞ্জ (২) শাখার উদ্যোগে রঘুনাথগঞ্জের মহালদার পাড়ার মোড়ে, মূলত বিএসএফের অত্যাচার নিয়ে সম্মেলনের পর প্রকাশ্য সভা হয়। এই সভায় সংগঠনের বক্তব্য শোনার জন্য এলাকার লোকের সমাগম ছিল দেখবার মত।

সভার শেষে রাত ৮টা নাগাদ জঙ্গিপুর এসপি ও রঘুনাথগঞ্জ থানার আইসির সাথে দেখা করা হয়। দুজনকেই বিএসএফের এই অত্যাচার সম্পর্কে জানানো হয়। এসপি নির্দিষ্টভাবে জানায় যে এপিডিআরের তথ্যানুসন্ধান রিপোর্ট দেখে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেবে।

মুর্শিদাবাদ : বহরমপুর জেল হেফাজতে অস্বাভাবিক মৃত্যু

গত ৪ ঠা মে, ২০২৩, এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির একটি টিম বহরমপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার অর্থাৎ বহরমপুর সেন্ট্রাল জেল হেফাজতে আবু তালেবের অস্বাভাবিক মৃত্যুর তথ্যানুসন্ধানে যায়।

তথ্যানুসন্ধানের দল, ভগবানগোলার হাবাসপুরে মৃত তালেবের বাড়িতে যায়। তাঁরা প্রথমে মৃত তালেবের মা, স্ত্রী ও পাড়ার লোকজনের সাথে কথা বলে। তাদের দৃঢ় বক্তব্য,

ভগবানগোলা থানার পুলিশের বেধড়ক মারধোর ও জেল হেফাজতের গাফিলতির জন্যই তালেবের মৃত্যু হয়েছে। তালেবের স্ত্রী জান্নাতুল বিবি, প্রতিবেশী দুলাল দাস, দোস্ত মোহাম্মদ সহ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরও অনেক গ্রামবাসী বলেন, গত ১১ এপ্রিল ২০২৩, একটি খরপোশের মামলাতে তালেবকে গ্রেফতার করতে রাত্রি আটটার সময় ভগবানগোলা থানার পুলিশ গাড়ি নিয়ে আসে। দু'জন সিভিক সহ উর্দিধারী পুলিশরা গাড়ি থেকে নেমে তালেবকে বাড়ির পেছনে নির্জন স্থানে ডেকে নিয়ে যায়। সেখানে তাঁরা তালেবকে এমনই মারধর করে যে পুলিশের গাড়িতে ওঠার সময় নিজের লুঙ্গি সামলানোর মতো ক্ষমতাও তালেবের হাতে ছিল না। পাড়ার বাসিন্দারা ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী। তাদের ধারণা, থানাতেও পুলিশ এরকমই মারধর করে থাকতে পারে।

১২ এপ্রিল '২৩ তালেবকে কোর্টে তোলা হয়। কোর্ট জেলে হেফাজতের নির্দেশ দেয়। ২২ এপ্রিল '২৩ তালেবকে বহরমপুর মেন্টাল হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। পরে ২ মে, '২৩, বহরমপুরের মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে তালেব মারা যান।

মৃত তালেবের স্ত্রী বলেন, কবরস্থ করার সময়ও তালেবের গায়ে কালশিটের দাগ ছিল। তার ধারণা, জেল হেফাজতেও তালেবের ওপর শারীরিক নির্যাতন হয়। তালেব দীর্ঘদিন ধরে মানসিক রোগী ছিল। বহরমপুরের একজন মানসিক রোগের ডাক্তার তালেবের চিকিৎসা করতেন। তালেবের উপর অত্যাচার ও নিপীড়নে যুক্ত ভগবানগোলা থানার পুলিশ সহ অন্যদের শাস্তির দাবি করে তালেবের পরিবার। তাঁরা মনে করে, এটা কোন স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, হেফাজতে হত্যা।

উক্ত তথ্যানুসন্ধানের পর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি ৫ মে, ২০২৩, সম্পূর্ণ বিষয়টা সাংবাদিকদের সামনে নিয়ে আসে। তারা দাবি করে—

১) মুর্শিদাবাদের জেলা শাসককে অবিলম্বে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করতে হবে।

২) অভিযুক্ত পুলিশ ও জেল কর্মীদের চাকরি থেকে সাসপেন্ড করতে হবে।

৩) তালেবের পরিবারকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

পরবর্তী কর্মসূচী— এরপর ১৬ ই মে ২০২৩ এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি বহরমপুরের টেক্সটাইল কলেজ মোড়ে রাজ্যে ক্রমবর্ধমান পুলিশ ও জেল হেফাজতে অত্যাচার, হত্যার বিরুদ্ধে ও অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে সভা করে। সভার পর মিছিল করে। মুর্শিদাবাদ জেলা শাসককে এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি উক্ত দাবীগুলোর ভিত্তিতে গণ-ডেপুটেশন দেয়। সভা, মিছিল ও ডেপুটেশনে মৃত তালেবের পরিবার উপস্থিত ছিল। ডিএম ডেপুটেশনের পর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি ও তালেবের পরিবারের পক্ষ থেকে এসপিকে আলাদাভাবে দুটি অভিযোগ পত্র জমা দেওয়া হয়।

এই তথ্যানুসন্ধান দলঃ এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সম্পাদক গোলাম মোঃ আজাদ, জেলা কমিটির অন্যতম সহ-সম্পাদক মোঃ জাকির হোসেন ও রঘুনাথগঞ্জ শাখার সম্পাদক মোঃ নজরুল ইসলাম।

এরপর ১৬ ই মে ২০২৩ এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি বহরমপুরের টেক্সটাইল কলেজ মোড়ে রাজ্যে ক্রমবর্ধমান পুলিশ ও জেল হেফাজতে অত্যাচার, হত্যার বিরুদ্ধে ও অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে সভা করে। সভার পর মিছিল করে মুর্শিদাবাদ জেলা শাসককে এপিডিআর মুশিদাবাদ জেলা কমিটি উক্ত দাবিগুলোর ভিত্তিতে গণ ডেপুটেশন দেয়। সভা, মিছিল ও ডেপুটেশনে মৃত তালেবের পরিবার উপস্থিত ছিল। ডিএম ডেপুটেশনের পর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি ও তালেবের পরিবারের পক্ষ থেকে এসপিকে আলাদাভাবে দুটি অভিযোগ পত্র জমা দেওয়া হয়।

বেআইনী আটকের বিরুদ্ধে তথ্যানুসন্ধান : ডায়মন্ড হারবার শাখা

গত ১১ জুন ২০২৩, বিকেল ৪টে নাগাদ আমাদের সংগঠন গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এপিডিআর), ডায়মন্ড হারবার শাখার কাছে ফোন মারফত এই মর্মে অভিযোগ আসে যে, ডায়মন্ড হারবার থানায় তিন জন যুবককে চুরির অভিযোগে গতরাত, ১০ জুন, '২৩ ধরে এনে সারাদিন থানায় আটকে রেখেছে। কিন্তু তাঁদেরকে সারাদিনে কোর্টে তোলা হয়নি। পরের দিন কোর্ট খুললে যদি তোলা হয় তবে ২৪ ঘন্টার অনেক বেশি সময় পার হয়ে যাবে।

এপিডিআর-এর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটি এবং ডায়মন্ড হারবার শাখার পক্ষ থেকে ৪ সদস্যের একটা টিম তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে ডায়মন্ড হারবার থানায় যায়। ১১ জুন' '২৩ রাত ৮টা নাগাদ। সেই সময় থানার আইসি, সেকেন্ড অফিসার কেউ থানায় উপস্থিত ছিলেন না। ডিউটি অফিসারকে

এপিডিআর কর্মীদের আসার উদ্দেশ্য জানানো হয়। এপিডিআর কর্মীরা দেখতে পায় থানার মধ্যে ডিউটি অফিসারের ঘরে লক-আপের বাইরে জনা দশেক যুবক উবুর হয়ে বসে আছে।

এ-বিষয়ে থানার ডিউটি অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলে উনি বলেন যে, এ ব্যাপারে আইসি যা বলার বলবেন, উনি কিছু বলতে পারবেন না। ইতিমধ্যে তাদের মধ্যে থেকে যুবক-তিনজন উঠে দাঁড়িয়ে বলে যে, তাঁদেরকে ভোর তিনটের সময় রায়নগর থেকে ধরে এনেছে। বাড়ি ডায়মন্ড হারবারের কালিনগরে। দৈনিক মজুরিতে কাজ করেন। ডায়মন্ড হারবার থানায় এলাকার রায়নগরে একটা অনুষ্ঠান বাড়িতে সারারাত কাজ করছিল তাঁরা। সেই বাড়িতে একটা মোবাইল চুরি যায় এবং সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চোর সন্দেহে তাঁদেরকে পুলিশ ধরে নিয়ে আসে। নিয়ে আসার সময় পুলিশ বীভৎস ভাবে মার-ধর করে, পরে থানায়ও ব্যাপক মারধোর করে। তাঁদের বাড়ির লোকেরা উক্ত অভিযোগ করেন। এদের মধ্যে একজনের নাম শুভজিৎ।

ভোর তিন'টে থেকে রাত আট'টা পর্যন্ত তাঁদেরকে সারাদিন কোন খাবার দেওয়া হয় না বলে অভিযোগ করে। এই বিষয়ে কথা বলতে গেলে তিনি কোন কিছুই বলতে অপারগ বলে মহিলা ডিউটি অফিসার জানান।

কিছুক্ষণ পর, খবর পেয়ে থানার আইসি এবং সেকেন্ড অফিসার আসেন।

থানার আইসি এর কাছে এই বেআইনি আটকের বিষয়টা (illegal detention) জানানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি এপিডিআর কর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার শুরু করেন। বলেন যে, 'আপনাদের কাছে চ্যালেঞ্জ এই বেআইনি আটক আপনারা প্রমাণ করতে পারবেন না, কোথাও'। এপিডিআর কর্মীরা থানায় থাকার সময়ই জানতে পারে যে ঐ প্রভাবশালী অভিযোগকারী ১১ জুন, '২৩ রাত ন'টা পর্যন্ত কোন অভিযোগই করেনি ওই তিন যুবকের বিরুদ্ধে। অথচ তিন যুবককে রাত ৩টে থেকে পরের দিন রাত ন'টা পর্যন্ত আটক রাখা হয়! সারাদিন কোর্টেও তোলা হয় না। এ বিষয়ে আইসি কে জানালে তিনি আরও ক্রুদ্ধ হয়ে দুর্ব্যবহার শুরু করেন। ওইদিনের ডায়মন্ড হারবার থানার ডিউটি অফিসার এবং আইসির ঘরের সিসিটিভি ফুটেজ থেকে সমগ্র বিষয়টা জানা যাবে। যদি না উনি কোন কারসাজি করে থাকেন বা ডিলিট করে দিয়ে থাকেন।

বিশেষ সূত্রে জানা যায় যে, ঐ বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজ দেখে জানা গেছে মোবাইল চুরিতে অন্য এক যুবককে দেখা গেছে।

আমাদের দাবি :

১) এই বিষয়ে তদন্ত করে দোষী পুলিশ অধিকারিকের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। রাত তিনটের সময় তুলে আনা, বেআইনি আটক ও আটকের সময় মারধোর করা, সারাদিন কোন খাবার না দিয়ে বসিয়ে রাখা পুলিশের সমগ্র প্রক্রিয়াটিই মানবাধিকারে বিরুদ্ধে যাচ্ছে।

সমগ্র বিষয়টা জানিয়ে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন ও ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার এসপিকে জানান হয়েছে।

তথ্যানুসন্ধানী দল: আলতাফ আহমেদ, শাহানারা খাতুন, নীলরতন দাস ও গোপাল বিশাল।

তথ্যানুসন্ধান : মহেশতলা শাখা

২৪শে মে, ২০২৩, এ পি ডি আর মেটিয়াব্রুজ-মহেশতলা শাখার তরফ থেকে পাঁচ জনের একটি দল, ২১শে মে বজবজ নন্দরামপুর বাজি দুর্ঘটনার সরেজমিনে তথ্য অনুসন্ধানে যায়। পুটখালী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় এর সামনে জমায়েত হয়। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, মহেশতলা নুঙ্গি অঞ্চলে বরকনতলা, পুটখালী, চিংড়িপোতা ও বজবজ নন্দরামপুর সহ আরও কয়েকটি এলাকা নিয়ে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে বাজি তৈরী ও বিক্রি হয়। সংগঠিত, অসংগঠিত উভয় ভাবেই এটাই এই অঞ্চলের প্রধান জীবিকা। গোড়ার দিকে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ এই কাজের সাথে যুক্ত ছিল এবং বিষয় সম্পর্কে সল্প অভিজ্ঞতার দরুণ আতঙ্কের প্রভাব বেশি থাকায় সাবধানতা সেই মতো নেওয়া হতো। পরে-পরে অভিজ্ঞতার আত্মবিশ্বাস, আধুনিক সভ্যতার বিনোদনের জোগান দিতে ও খানিক বেশি মুনাফার জন্য এই শিল্প লাগাম হীন ভাবে বিস্তির্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। প্রশাসনও কিছু অলিখিত সুবিধার জন্য নজরদারি ঠুলির আড়াল করে। সতর্কতা শিঁকেয় ওঠে। ফল স্বরূপ ফি-বছর একাধিক বিস্ফোরণ, দূর্ঘটনা ঘটে।

বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে ও স্থানীয় কিছু যোগাযোগ থেকে জানা গেছিল গত ২১শে মে ২০২৩, রাত্রি পৌনে আট'টা নাগাদ নন্দরামপুরের একটি বাড়িতে বিকট আওয়াজের সাথে বিস্ফোরণ হয়ে জ্বলতে থাকে, দমকল আসার আগেই সেই আগুনে বাড়ির বেশিরভাগ অংশই পুড়ে যায়। স্থানীয় লোকজনই ঐ ঘর থেকে পোড়া অবস্থায় তিনজনকে উদ্ধার করে। তিনজনই পরবর্তীতে মারা যায়। তারপর দু-দিন ধরে পুলিশ বিভিন্ন তল্লাসি করে প্রায় জনা ত্রিশ ব্যক্তিকে আটক করে

ও বহু বেআইনি বারুদ মশলা বাজেয়াপ্ত করে। বর্তমানে অধিকাংশ ব্যক্তিকে জামিনে ছেড়ে দিয়েছেন।

যখন আমরা ওখানে পৌঁছাই বজবজ থানার কিছু পুলিশ ও সিভিক ভলেন্টিয়ার পাহারায় ছিলেন। আমারা পৌঁছানো মাত্র আমাদের বাধা দেয়, নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানোর আগেই। তাঁদের কাছে পরিস্থিতির বিবরণ জানতে চাওয়ায় এস. আই সন্দীপ নাথ জানায়, তাঁরা কোন খবর, কোন তথ্য এই ঘটনা সম্পর্কিত জানাবেন না। জানতে হলে থানায় যাওয়ার নির্দেশ দেন। এস. আই সাহেব হোসেন আমারা কারা, কী কারণে এসেছি, কোথা থেকে এসেছি ফোন নম্বর সহ নথিভুক্ত করেন । পুনরায় জানান, তাঁরা কিছু আমাদের জানাবেন না।

এমতাবস্থায়, স্থানীয় কিছু মানুষ হাজির হয় এবং অদ্ভুতভাবে তাঁরাও কোনও কথা বলতে আপত্তি জানায় আর এক প্রকার প্রার্থনার স্বরে আমাদের এলাকা থেকে চলে যেতে বলে। সকলেই একই সাথে বলে— ''আমরা এখন খুব ভালো আছি , সব মিটে গেছে, ভীষণ কষ্টে-আতঙ্কে এই কদিন কেটেছে, এখন সব শান্ত। আপনার দয়া করে আমাদের ভালো থাকতে দিন, কোন উপকার আমাদের লাগবে না, আপনার চলে যান।'' অগত্যা আমরা ওখান থেকে কিছুটা সরে এসে একটি চা দোকানের কাছে লোকজনের সাথে আমাদের কাজের ও উদ্দেশ্যের বিবরণ দিয়ে কথা বলার চেষ্টা করি। কিন্তু এখানে সমস্বরে একই সংলাপ শুনতে পাই। ওর মধ্যে জনৈক প্রতিনিধি বলেন - ''আমরা এখানে এই ব্যবসার ওপর নির্ভর করে পেট চালাই, আপনাদের কোনও খবর বলে আমরা আবার নিজেদের বিপদ বাড়াতে পারবো না, গত দুদিন পর আজ পরিস্থিতি শান্ত হয়েছে তাই আমরা আর কোন হুজ্জুতি চাই না, আপনারা চলে যান।'' অন্য এক মহিলা ঐ ভিড় থেকে আলাদা হয়ে জানান যে, গত দু'দিন পুলিশ গোটা এলাকা দাপিয়ে বেড়িয়েছে এমন-কী বাড়ির বাচ্চাদের ও নাকি রেহাই দেয় নি।

এই ঘটনার প্রায় মাস দুয়েক আগে ১৯শে মার্চ, '২৩ বর্তমান ঘটনাস্থলের আটশো মিটারের মধ্যে আরও একটি বাজি দুর্ঘটনা ঘটেছিল। সেখানেও একটি বাচ্চা সহ তিনজন প্রাণ হারান। সেই সময়ও আমরা এসেছিলাম বা তার আগেও আরও কয়েকবার এই রকম দুর্ঘটনার তথ্য অনুসন্ধানে এই এলাকায় আসা হয়েছিল। সাধারণ মানুষ কখনও এভাবে কথা বলতে আপত্তি জানায়নি। সুতরাং স্পষ্টত অসহযোগিতার কারণ আন্দাজ করা যায়। কতটা পরিমাণ প্রশাসনিক ও স্থানীয় রাজনৈতিক চাপের মধ্যে এলাকার সাধারণ মানুষ রয়েছেন। পুলিশি সন্ত্রাস কোন পর্যায় পৌঁছালে সাধারণ মানুষ তাদের সমস্যার কথা ব্যাক্ত করতে ভয় পায় তার স্পষ্ট নিদর্শন এখানে আমরা পেলাম। প্রশাসন কতটা উদাসীন হলে বাজি ব্যবসার সতর্কবাণী নিয়ে এখন এলাকায় কিছু পোস্টারিং করেন। যেখানে পিঠো-পিঠি দু'টো দূর্ঘটনা ঘটে গেল। ছ'টি প্রাণ চলে গেল। পুলিশের এই তৎপরতা আগে থাকলে হয়তো দূর্ঘটনা কিছুটা এড়ানো যেত। এগরা, বজবজ, মালদা গোটা রাজ্য জুড়ে পর-পর ঘটতে থাকা এমন ঘটনার পরও সরকারের পক্ষ থেকে কোনো আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। এমনটা আর কতদিন চলতে পারে পুলিশ প্রশাসন তথা সরকার পক্ষ অবিলম্বে তার জবাবদিহি করুক।

রিপোর্ট

সি ডি আর ও রিপোর্ট : তাপস চক্রবর্ত্তী

৬ই জুন ২০১৮, তথাকথিত ভীমা-কোরেগাঁও বা এলগার পরিষদ মামলায় পুণে পুলিশের দ্বারা দেশের অগ্রগণ্য বুদ্ধিজীবী এবং গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার কর্মীদের গ্রেপ্তারের মাধ্যমে জাতির বিবেক আরও একবার আক্রমণের শিকার হয়েছে। এই গ্রেপ্তারগুলি পরের মাসগুলিতে গ্রেপ্তারের একটি ধারাবাহিকতা রয়েছে। পাঁচ বছর পেরিয়ে গেছে, এবং কয়েকজনের জামিন বাদ দিলে, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিরা কার্যত বিনা বিচারে কারাগারে বন্দি। এই বিবৃতির মাধ্যমে, সিডিআরও আবারও এই গ্রেপ্তার এবং পরবর্তী সময়ে পরিচালিত ঘটনাগুলি মনে করাবার চেষ্টা করছে; যা'তে জনগণের বিবেক জাগ্রত হবে এবং ১৬ জনের মুক্তি এবং কঠোর আইন বাতিলের সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে।

৩১শে ডিসেম্বর ২০১৭ সালে ব্রাহ্মণ-পেশোয়াদের বিরুদ্ধে মহার সম্প্রদায়-রেজিমেন্টের বিজয়ের ২০০তম বার্ষিকী স্মরণে প্রায় ২০০ টি দলিত ও বাম সংগঠন পুণের কাছে এলগার পরিষদ নামে একটি সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনটি, সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, খোসলা পাতিল ও পিবি সাওয়ান্ত দ্বারা উদ্বোধন করা হয়েছিল, সঙ্ঘ পরিবার দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা নতুন পেশওয়াইকে সমাধিস্থ করার জন্য জনসাধারণকে একটি সমাবেশের আহ্বান জানিয়েছিল। এই অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় করে রাখতে লক্ষাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী দলিতরা, যার মধ্যে শিশু এবং

বয়স্ক ব্যক্তিরাও ছিল, একটি দুই থেকে তিন হাজার গেরুয়া সশস্ত্র মিলিশিয়া দ্বারা এই সমাবেশ নৃশংস আক্রমণের শিকার হয়েছিল। অনেক দলিত গুরুতর আহত হয়, তাদের সম্পত্তি ভাঙচুর করা হয় এবং একজন মারাঠা যুবক মারা যায়। সম্ভাজি ভিন্ডে এবং মিলিন্দ একবোটে, এই অঞ্চলে যথেষ্ট রাজনৈতিক প্রভাবশালী বলে সুপরিচিত হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী, দলিত পরিবারের উপর হামলার সমন্বয় করেছিলেন। পিম্পরি থানায় একটি এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছিল। পুলিশ একবোট এবং ভিন্দেকে গ্রেপ্তার করে।কিন্ত তারা অচিরেই ছাড়া পেয়ে যায়। পুলিশ মুম্বাইয়ের শহরতলিতে চিরুনি অভিযান শুরু করে। পরের কয়েকদিনে পুলিশ অনেক দলিত যুবককে তুলে নিয়েছিল, এবং তাদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছিল।

একবোট ও ভিন্ডে যখন অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন বাম কর্মীদের বাড়িতে হানা দেওয়া শুরু হয়েছে। ২০১৮ সালের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে, রিলায়েন্স ইনফ্রার ছয়জন কর্মী-ইউনিয়ন নেতা যারা BEEU (বোম্বে ইলেকট্রিসিটি কন্ট্রাক্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন) এর অংশ, তাঁদের পুলিশ বে-আইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন, ১৯৬৭ (UAPA) এর অধীনে তুলে নিয়ে যায়। তাঁদের মামলা লড়েছিলেন অরুণ ফেরেরা সহ জনগণের আইনজীবীরা।

২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে, পুলিশ কবির কলা মঞ্চ (কেকেএম) কর্মীদের বাড়িতে, রিপাবলিকান প্যান্থার্স কর্মী সুধীর ধাওয়ালে এবং হারশালি পোতদারের বাড়িতে, সেইসাথে গণতান্ত্রিক অধিকার কর্মী সোমা সেন, রোণা উইলসন এবং আইনজীবী সুরেন্দ্র গ্যাডলিং-এর বাড়িতে অভিযান চালায়। সোমা সেন, সুরেন্দ্র গ্যাডলিং এবং রোণা, ভীমা কোরেগাঁওয়ের সাথে একেবারেই সংযুক্ত ছিলেন না। গণতন্ত্রিক অধিকার আন্দোলনের কর্মীদের উপর আক্রমণ করার ষড়যন্ত্র একটি চির-পরিবর্তনশীল বর্ণনার সাথে চলছিল যেখানে ভীমা-কোরেগাঁও সহিংসতা একটি অ্যাড-হক চেহারা দেয়।

অবশেষে, ৬ই জুন, ২০১৮, পুণে পুলিশ সুধীর ধাওয়ালে, সুরেন্দ্র গ্যাডলিং, রোণা উইলসন, সোমা সেন এবং মহেশ রাউতকে গ্রেপ্তার করে। পরের দিন যে পুলিশ সংস্করণটি প্রকাশিত হয়েছিল তা'তে বলা হয়েছে যে, এই পাঁচজনকে মাওবাদীদের অর্থায়ণে অনুমিতভাবে এলগার পরিষদের আয়োজন করার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। যেহেতু সমস্ত অভিযুক্তকে ইউএপিএ-এর অধীনে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, তাই পুলিশের কোনও প্রমাণ উপস্থাপনের প্রয়োজন ছিল না এবং তাদের জামিন পাওয়ার সম্ভাবনাও ছিল না। সম্মেলনের আহ্বায়কদের মধ্যে দুজন অবসরপ্রাপ্ত বিশিষ্ট বিচারক থাকার বিষয়টি পুলিশ সংস্করণে স্থান পায়নি। চাঞ্চল্যকর গল্পঃ যার মধ্যে একটি অনুমিত চিঠি যার মধ্যে পাঁচজন অভিযুক্তের (এবং আরও অনেকের) নাম ছিল এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা বলা হয়েছিল। আজকাল সবচেয়ে সুপরিচিত গোয়েন্দা সংস্থা, কর্পোরেট মিডিয়া চ্যানেল এবং পরে এই বিষয়টি প্রকাশ করেছে পুলিশ!

উক্ত পাঁচ কর্মীর শুনানির তারিখ যখন ঘনিয়ে আসছিল তখন পুলিশ, পাঁচজন কর্মী এবং হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সংগঠন সনাতন সংস্থার বিষয়ে সিবিআই-এর অনুসন্ধান থেকে জনগণের দৃষ্টি সরানোর প্রয়াসে, আবারও তাদের প্রাথমিক অস্ত্র, ইউএপিএ ব্যবহার করে। গণতান্ত্রিক অধিকার-কর্মীদের উপর আর-একটি আক্রমণ করা হয়েছে; এতে এবার অরুণ ফেরেরা, ভার্নন গনসালভেস, গৌতম নাভলাখা, সুধা ভরদ্বাজ এবং ভারভারা রাও অন্তর্ভুক্ত।

এবারও ভীমা কোরেগাঁওয়ের কথা বলা হয়নি! পরবর্তীকালে, আনন্দ তেলতুম্বডে, ফাদার স্ট্যান স্বামী, হ্যানি বাবু, রমেশ গাইচোর, সাগর গোর্খে এবং জ্যোতি জগতাপকে গ্রেপ্তার করা হয়। জেল কর্তৃপক্ষের নিষ্ঠুরতা, এনআইএ এবং আদালতের উদাসীনতার কারণে, ফাদার স্টান স্বামী বিচার বিভাগীয় হেফাজতে থাকাকালীন ৫ জুলাই ২০২১ সালে মারা যান।

আমরা যদি বোঝার চেষ্টা করি যে, কোন সাধারণ-থ্রেডটি (হুমকি) সারা দেশের এই ষোলজন ব্যক্তিকে একত্রিত করে। আমরা দেখতে পাব যে, এটি তাদের দৃঢ়তার জন্য, কাজ করার সংকল্প এবং বিজেপি কতৃক ভারতীয় রাষ্ট্রের ফ্যাসিবাদ কায়েম-প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তাদের সংকল্প।

পিছন-ফিরে তাকালে, এটা স্পষ্ট যে ভীমা কোরেগাঁও মামলা স্বাধীন ভারতে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এমন-কী গত শতাব্দীর ৭০-এর দশকে জরুরি অবস্থার অন্ধকার দিনগুলিকে মাথায় রেখে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে কোনও সরকার কখনও এত সুপরিচিত সম্মানীয় নাগরিককে গ্রেপ্তার করেনি এবং কোনও চার্জশিট দাখিল না করে পাঁচ বছর কারাগারে থাকতে বাধ্য করেনি। বি কে মামলাটির সূত্র ধরেই পেগাসাসের মতো দূষিত সফটওয়্যার দিয়ে সমস্ত কর্মী, সাংবাদিক এবং বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের কারারুদ্ধ করার কেন্দ্রীয় সরকারের ঘৃণ্য-প্রচেষ্টাকেও প্রকাশ করেছে। এই

সর্বশেষ উল্লেখিত সফটওয়্যারটি একটি ইসরায়েলি ফার্ম দ্বারা তৈরি যার ক্লায়েন্টদের মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন কর্তৃত্ববাদী শাসন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ভীমা কোরেগাঁও মামলায় সরকারের যে-কোন সমালোচনাকে দমিয়ে রাখতে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির (এনআইএ) সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে, সরকার রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছে উপলব্ধ UAPA, রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ এবং অন্যান্য কঠোর আইনের ব্যাপক ব্যবহার শুরু করে। সি এ এ-বিরোধী বিক্ষোভ দমন, দিল্লি দাঙ্গা, জেএনইউ মামলা ইত্যাদির মাধ্যমে সরকারের অত্যাচার স্পষ্ট। অতএব, এটা আশ্চর্যের কিছু নয় যে একটি গণবিরোধী প্রতিরোধমূলক আইন, যার ভিত্তিটি অসাংবিধানিক এবং ঔপনিবেশিক যুগে এর উৎপত্তি এই প্রশাসনের পোষা হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

এটাও আশ্চর্যের কিছু নয় যে সাম্প্রতিক সময়ে ইউএপি-এর অধীনে গ্রেপ্তার হওয়া অনেক কর্মী ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ পিপলস লয়ার্স (আইএপিএল) এর আইনজীবী! সুধা ভরদ্বাজ, অরুণ ফেরেরা বা সুরেন্দ্র গ্যাডলিং-এর মতো আইনজীবীরা দেশের সবচেয়ে প্রান্তিক মানুষের জন্য শেষ এবং সম্ভবত একমাত্র প্রতিরক্ষা লাইনের প্রতিনিধিত্ব করেন, তাঁরা আদিবাসী, অসংগঠিত শ্রমিক, মুসলমান বা কৃষকই হোক-না-কেন। তাঁদের গ্রেপ্তারের ফলে, সাম্রাজ্যবাদী এবং ভারতীয় কর্পোরেটদের প্রাকৃতিক সম্পদ লুটপাট ও লুটপাট করার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয় এবং শ্রমজীবী জনগণ যাদের আইনী প্রতিরোধের কোন উপায় নেই।

বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে, সিডিআরও ভীমা কোরেগাঁও মামলায় কর্মীদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ৬ জুন, ২০২৩-এ একটি কালো দিবস পালন করার জন্য সকল গণতান্ত্রিক মনোভাবের মানুষকে আহ্বান জানায়। সিডিআরও দাবি করে অবিলম্বে বিকে মামলায় গ্রেফতারকৃত সকল রাজবন্দীর মুক্তিজনবিরোধী এনআইএ বাতিল, যার অস্তিত্ব আমাদের দেশের ফেডারেল কাঠামোর জন্য হুমকি-স্বরূপ। ভারতীয় দণ্ডবিধির (আইপিসি) ধারা ১২৪এ-তে বর্ণিত ইউএপিএ এবং রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের মতো প্রাচীন, কঠোর আইন বাতিল করা। দেশের বিভিন্ন কারাগারে বন্দী হাজার হাজার বিচারাধীন রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি।

আশীষ গুপ্ত, তাপস চক্রবর্তী
ক্রান্তি চৈতন্য, সমন্বয়কারী CDRO

সিডিআরও রিপোর্ট (২) কাশ্মীরি অ্যাক্টিভিস্ট খুররম পারভেজের মুক্তি : তাপস চক্রবর্ত্তী

জাতিসংঘের কাছে কারাবন্দী কাশ্মীরি অ্যাক্টিভিস্ট খুররম পারভেজের (president of J&K coalition of civil society) অবিলম্বে মুক্তি'র আবেদন জানান বিশ্বের ১৫৫ জন বরেণ্য বুদ্ধিজীবী ও মানবাধিকার আন্দোলনের অগ্রগণ্য কর্মীবৃন্দ।

ইউএন ওয়ার্কিং গ্রুপ অন আর্বিট্রারি ডিটেনশন (WGAD) বলেছে যে, এটি ভারতের নাগরিক সমাজ, মানবাধিকার রক্ষাকারী এবং সাংবাদিকরা পারভেজের গ্রেপ্তার এবং দীর্ঘস্থায়ী আটক সম্পর্কে তাঁরা গুরুতরভাবে উদ্বিগ্ন।

কাশ্মীরি মানবাধিকার কর্মী খুররম পারভেজের অবিলম্বে মুক্তির আহ্বান জানিয়ে, ইউএন ওয়ার্কিং গ্রুপ অন আরবিট্রারি ডিটেনশন (ডব্লিউজিএডি) তাঁর আটককে 'স্বেচ্ছাচারী' বলে বর্ণনা করেছে এবং ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁকে 'ক্ষতিপূরণের বলবৎযোগ্য অধিকার' প্রদানের জন্য আবেদন করেছে।

পারভেজ, যিনি কাশ্মীরের বিভিন্ন সুশীল সমাজ-সংস্থার সাথে যুক্ত ২০২১ সালের নভেম্বর থেকে আটক ছিলেন। পুনরায় জাতীয় তদন্ত সংস্থার (NIA) দ্বারা তাঁর বাড়িতে এবং অন্যান্য সম্পত্তিতে ১৪ ঘন্টা অভিযান চালানোর পরে ২২ নভেম্বর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ রয়েছে এবং বে-আইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন [ইউএপিএ]-এর অধীনেও মামলা করা হয়েছে।

নির্বিচারে আটকে রাখার বিষয়ে জাতিসংঘের সংস্থাটি বলেছে যে, এটি ''ভারতের নাগরিক সমাজ, মানবাধিকার রক্ষাকারী এবং সাংবাদিকদের উপর পারভেজের গ্রেপ্তার এবং দীর্ঘস্থায়ী আটকের শীতল প্রভাব" সম্পর্কে গুরুতরভাবে উদ্বিগ্ন। এতে বলা হয়েছে, পারভেজকে আটক করাকে মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তির বিভিন্ন বিধান লঙ্ঘন।

'ডব্লিউজিএডি স্থির করেছে যে কর্তৃপক্ষ জনাব পারভেজের আটকের জন্য একটি আইনি ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে; যে তাকে আটক করা হয়েছে তার 'মত, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংঘের বৈধ অনুশীলন' যে 'জনাব পারভেজের একটি

ন্যায্য বিচারের অধিকারের লঙ্ঘন এমন গুরুতর যে তাঁর আটককে একটি স্বেচ্ছাচারী চরিত্রে পরিণত করে' এবং যে তাঁকে 'বৈষম্যমূলক কারণে, একজন মানবাধিকার রক্ষক হিসাবে এবং তাঁর রাজনৈতিক বা অন্যান্য মতামতের (ক্যাটাগরি)' ভিত্তিতে তার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল, জাতিসংঘের সংস্থার বিবৃতিতে বলা হয়েছে।

এপিডিআর, সোনারপুর শাখার উদ্যোগে পথসভা

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR) , সোনারপুর শাখার উদ্যোগে গত ১০জুন, ২০২৩, সোনারপুর স্টেশন সংলগ্ন সোনারপুর-রাজপুর অটো স্ট্যান্ড-এ একটি প্রতিবাদী পথসভার আয়োজন করা হয়। জনসভার মূল বিষয় ছিল দিল্লিতে আন্দোলনরত ভারতীয় কুস্তিগীরদের সমর্থন এবং ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশান-এর সভাপতি, যৌন নির্যাতনে অভিযুক্ত বিজেপি সাংসদ ব্রীজভূষণ সিংহের গ্রেপ্তারের দাবি তোলা এবং ২ জুন ওড়িশার বালেশ্বরে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ রেল-দুর্ঘটনার জন্য রেলমন্ত্রী ও রেল-বোর্ডের কর্তাদের পদত্যাগ ও শাস্তির দাবি।

সভায় বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR)-এর সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত শুর, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR) সোনারপুর শাখার সভাপতি গালিব ইসলাম ও সম্পাদক জগদীশ সরদার এবং শাখার সদস্যদের মধ্যে দেবাশিস ভট্টাচার্য, প্রসূন, সুন্দরবন অঞ্চলের অধিকার-কর্মী তথা APDR সদস্য মিঠুন মণ্ডল। প্রত্যেক বক্তা দিল্লিতে আন্দোলনরত ভারতীয় কুস্তিগীরদের পক্ষে সওয়াল করেন এবং নারী ও শিশুদের যৌন নির্যাতনকারী বিজেপি সাংসদ ব্রীজভূষণ সিংহের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবি তোলেন। সেইসঙ্গে গত ২ জুন ওড়িশার বালেশ্বরে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ রেল-দুর্ঘটনার জন্য রেলমন্ত্রীর অবিলম্বে পদত্যাগ এবং রেল-বোর্ডের কর্তাদের বরখাস্ত করে শাস্তির দাবি উঠে আসে। বক্তারা 'নয়া শিক্ষানীতি ২০২০' সারা দেশে ও এরাজ্যে চালু করার বিরুদ্ধেও আওয়াজ তোলেন। দেশ জোড়া ও এরাজ্যে আটক থাকা রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির দাবি জানানো হয়; রাজ্যজুড়ে পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে বক্তারা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR)'র-সোনারপুর শাখার এই পথসভাটির প্রতি সোনারপুর এলাকার বাসিন্দাদের, স্থানীয় ব্যবসায়ীদের, পথচলতি মানুষ এবং রেলযাত্রীদের আগ্রহ তৈরি হয়।

এপিডিআর, সোনারপুর শাখার উদ্যোগে নয়া 'শিক্ষানীতি ২০২০, কোন পথে' শীর্ষক আলোচনা সভা

গত ১১ জুন ২০২৩ গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR) , সোনারপুর শাখার উদ্যোগে সোনারপুর বৈকুণ্ঠপুরে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০, কোন পথে?' শীর্ষক একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভার মূল বক্তা ছিলেন শিক্ষিকা শাহানারা খাতুন এবং লেখক-সমাজকর্মী অশোক মুখোপাধ্যায়। সভায় সভাপতিত্ব করেন গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR) সোনারপুর শাখার সভাপতি গালিব ইসলাম। বক্তাদের আলোচনায় জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০'র চারিত্রিক বিশ্লেষণ, মূল রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য, বিপদ ও ভয়াবহ আর্থ-সামাজিক পরিণতির কথা তুলে ধরেন। বক্তা শাহানারা খাতুন এই নীতির প্রতিটি ধারা বিশ্লেষণ করে শিক্ষার্থীদের জন্য এর ধ্বংসাত্মক পরিণতির কথা তুলে ধরেন। অশোক মুখোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০' ও দিল্লি সরকারের পাঠক্রম বদলে দেওয়ার হিন্দুত্ববাদী চক্রান্তকে প্রতিরোধ করার বিষয়টির ওপর জোর দেন। সবশেষে শ্রোতাদের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এই আলোচনা সভাটি শেষ হয়।

রিপোর্ট : মালদা শাখা

নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধনের দিন দিল্লীতে মহিলা কুস্তিগীরদের ওপর রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং নারী নির্যাতনে অভিযুক্ত বিজেপি সাংসদ ব্রীজভূষণ শরণ সিং এর শাস্তির দাবীতে এপিডিআর মালদা শাখার আহ্বানে গত ৩১মে এবং ২জুন মালদা শহর জুড়ে মিছিল, প্রচারপত্র বিলি করা হয় ।

মিছিল চলাকালীন শহরের পাঁচটি জনবহুল রাস্তার মোড়ে পথসভায় সংগীত , কবিতা পাঠ এবং বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়। মিছিলের দুইদিনই সদস্যদের উপস্থিতি এবং উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। এছাড়াও এপিডিআর সদস্য নন এইরকম অনেক বিশিষ্ট সাধারণ মানুষ এই মিছিলে অংশ নেন। মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতন। মিছিলের দুইদিনে এপিডিআর মালদা শাখার পুরাতন দুই মহিলা সদস্য বিশিষ্ট লেখিকা তৃপ্তি সান্ত্রা এবং লেখিকা অধ্যাপক আইরিন শবনম কবিতা পাঠ করেন ।

সবকয়টি পথসভায় মানুষের উপস্থিতি এবং সাড়া ভালো

ছিল। দুইদিনের মিছিল থেকে শহরে দেড় হাজার হ্যান্ডবিল বিলি করা হয়। মিছিল চলাকালীন রাস্তায়, পথসভাস্থলে উপস্থিত মানুষের মধ্যে এই হ্যান্ডবিল সংগ্রহ করার এবং পড়ার বেশ ভালো উৎসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছে। সবমিলিয়ে এপিডিআর মালদা শাখার এই প্রতিবাদ-মিছিল কর্মসূচি মালদা শহরে বেশ সাড়া ফেলার মতন সফল কর্মসূচি ছিল।

এছাড়াও ৩০ মে সকালে AIKSCC আমন্ত্রণে জেলার বিভিন্ন কৃষক সংগঠনগুলির সাথে যৌথ প্রতিবাদ মিছিল এবং জেলা প্রশাসনের কাছে ডেপুটেশনের কর্মসূচিতে এপিডিআর মালদা শাখার সদস্যরা অংশ নেয় ।এই যৌথ প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নেওয়ার জন্য শহরের মুল জমায়েত স্থল থেকে কিছুটা দূরে শহরের অন্য একটি স্পটে এপিডিআর মালদা শাখার সদস্যরা সমবেত হয়। সেখান থেকে একটি ছোট সুসজ্জিত মিছিল করে মূল জমায়েত স্থলে এপিডিআর সদস্যরা যুক্ত হয়। মিছিল শেষে সকাল সাড়ে এগারোটায় সেই জমায়েত থেকে আটজনের একটি টিম জেলা সমাহর্তার কাছে দাবিপত্র পেশ করে। এই আটজনের প্রতিনিধি দলে জেলার বিভিন্ন কৃষক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে এপিডিআর মালদা শাখার সম্পাদকও ছিলেন।

রিপোর্ট : বেলঘরিয়া-নিমতা শাখা

গত ৭ই মে, ২০২৩, এপিডিআর বেলঘরিয়া-নিমতা শাখার কার্যকরি কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত যে-গুলি কার্য্যকর করেছে—

১) গত ১৪ই মে ২০২৩, সন্ধ্যা ৬টার সময়, বেলঘরিয়া, রথতলা মঙ্গলেশ্বর স্কুল সংলগ্ন ইন্ডিয়া পটারি বাজার এলাকায় সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে পোষ্টারিং কর্মসূচি পালিত হয়। ৬ জন সদস্য /সদস্যা অংশগ্রহণ করেন।

২) ৪ঠা জুন, '২৩ এপিডিআর বেলঘরিয়া-নিমতা শাখার পক্ষ থেকে, দিল্লীতে পদকজয়ী মহিলা কুস্তিগীরদের সাথে যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত ভারতীয় কুস্তিগীরদের সমর্থনে এবং অবিলম্বে ব্রীজভূষণ শরণ সিং-এর গ্রেফতারি, সাংসদ পদ খারিজ ও উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে ভ্রাম্যমাণ প্রতিবাদ কর্মসূচিতে শাখার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অঞ্চলের ৫ টি স্থানে সভা ও প্রচার চালানো হয়। শাখার তিনজন সদস্য সভাগুলিতে বক্তব্য রাখেন। মোট ৭ জন এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে।

৩) ৮ ই জুন '২৩, সম্প্রতি ব্যারাকপুর কমিশনারেটের অন্তর্ভুক্ত, মোহনপুর থানার অধীন বড় কাঁঠালিয়া গ্রামের সুপ্রিয় সাঁতারার দমদম জেল হেফাজতে অস্বাভাবিক মৃত্যুর তথ্যানুসন্ধানে শাখার তিন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

৪) ২৫শে জুন, '২৩ এপিডিআর-এর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে, ৯ই জুন, '২৩ বেলঘরিয়া-নিমতা শাখার পোষ্টার লাগানো হয়। বর্তমান সময়ের নানা অধিকারহরণের ঘটনার প্রতিবাদে রথতলা থেকে কালাচাঁদ স্কুল পর্যন্ত অঞ্চলে শাখার ৫ জন সদস্য অংশগ্রহণে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়।

৫) ২১ শে জুন, '২৩, বেলঘরিয়া-নিমতা শাখার উদ্যোগে সাম্প্রতিক দিল্লিতে মহিলা কুস্তিগীরদের উপর যৌন নিপীড়ন ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ও উত্তরপ্রদেশে লাগু হওয়া হিংস্র আইন UPSSF বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয় ।সভায় শাখার দু'জন সদস্য ছাড়াও সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত শূর ও সম্পাদকমন্ডলীর দুই সদস্য সোমনাথ বসু ও সঞ্জীব আচার্য বক্তব্য রাখেন।

৬) ২৪ শে জুন,'২৩ বেলঘরিয়া স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ২৬ শে জুনের রামমোহন হলের সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবসের কেন্দ্রীয় প্রোগ্রামের পোষ্টার সহ শাখার হাতে লেখা পোষ্টার লাগানো হয়। এই প্রোগ্রামেও শাখার ৬ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

৭) ২৬ তারিখের রামমোহন মঞ্চের কেন্দ্রীয় প্রোগ্রামে শাখার ৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

রিপোর্ট : চন্দননগর শাখা

হুগলী জেলা কমিটি ও শাখাগুলির কার্যাবলীর প্রতিবেদন, ০৭/০৫/২০২৩ গর্জি (চন্দননগর)-এ ব্যাক্তি মালিকানার আমবাগানে আগুন লাগিয়ে ৩০০ গাছ পোড়ানোর ঘটনার তথ্যানুসন্ধান

রিপোর্ট : হুগলী জেলা কমিটি

০২/০৬/২০২৩ তারিখেত হুগলী জেলা কমিটির উদ্যোগে শেওড়াফুলি উদয়ণ সিনেমার কছে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। দিল্লীতে অবস্থান-রত কুস্তিগীরদের উপর দিল্লী পুলিশের বর্বর আক্রমণে বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা। প্রায় ত্রিশ জন সদস্যের উপস্থিতিতে এই সভা এলাকায় প্রভাব ফেলে। বক্তা: কমল দত্ত, সমন্বয় চট্টোপাধ্যায়, অমল রায়, চৈতালী দাস ও সঞ্জীব আচার্য্য।

নবদ্বীপ শাখার রিপোর্ট

কুস্তিগীরদের ওপর নির্যাতন, সংসদ ভবন গৈরিকীকরণ ও নবদ্বীপে কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন পালনের ওপর মন্দিরের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে ১ লা জুন, রাণীর ঘাট মোড়ে পথসভা করা হয়। পথসভার সাথে পোস্টারিং করাও হয় । পথসভা থেকে দাবি তোলা হয়, ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী শ্রীচৈতন্যের মাটিতে মন্দিরের ব্রাহ্মণ্যবাদী আচরণ মেনে নেব না।

কৃষ্ণনগর শাখার রিপোর্ট

গত ১৯শে মে ২০২৩, দিল্লীতে আন্দোলনরত কুস্তিগীরদের সমর্থনে ও ব্রীজভূষণের গ্রেপ্তারের দাবিকে সামনে রেখে পোস্ট অফিস মোড়ে পথসভা করা হয়। রাজ্যে ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতন বন্ধ করার দাবি এবং জেলায় গার্হস্থ্য হিংসার ঘটনাগুলিতে প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে, রাজনৈতিক দলের প্রভাবমুক্ত থাকার দাবি তোলা হয়।

৩০ শে মে, '২৩ কৃষ্ণনগর শিশু উদ্যানে তথ্যচিত্র দেখানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। দু'টি তথ্যচিত্র এই দিন দেখানো হয়। প্রথমটি, যোশীমঠে এন টি পি সি প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্থতাকে সামনে রেখে কৃষ্ণনগর শিশু উদ্যানে তথ্যচিত্র প্রদর্শন হয়। তথ্যচিত্রঃ 'যোশীমঠ—শেষের শুরু' প্রদর্শনের পর দর্শকদের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্ব চলে।

দ্বিতীয় তথ্যচিত্র গুজরাট দাঙ্গার ওপর নির্মিত বিবিসি তথ্যচিত্র— ইন্ডিয়া- দ্য মোদি কোশ্চেন দেখানো হয়। এই উদ্যোগে দর্শকদের উপস্থিতি এবং আগ্রহ ছিল আশাতীত ভালো।

রিপোর্ট : এপিডিআর-এর কেন্দ্রীয় কর্মসূচী

৩০ এপ্রিল ২০২৩, এপিডিআর-এর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল, কলকাতা সুকিয়া স্ট্রীটে রামমোহন লাইব্রেরি হলে। সকাল দশটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত। স্ফুলিঙ্গ গোষ্ঠীর গান দিয়ে সভা শুরু হয়। প্রথম পর্বে সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদনের ওপর আলোচনা শুরু হয়। সভা-সমাবেশ ও মত প্রকাশের অধিকার খর্ব করার বিরুদ্ধে, জল-জঙ্গল-জমির অধিকার কেড়ে নেওয়া সহ সমস্ত ধরণের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি নিয়ে বক্তব্য রাখেন সদস্যরা।

দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজের পরবর্তী পর্যায়ে সাংগঠনিক বিষয় আলোচনায় স্থান পায়। বহু চর্চিত ও আকঙ্ক্ষিত ঐক্যের বিষয়ে প্রশ্ন ওঠে সদস্যদের তরফে। ঐক্য সমন্বয় কমিটির পক্ষে একটি রিপোর্ট সভায় পেশ করেন সোমনাথ বসু। ঐক্য প্রচেষ্টায় সদর্থক সাড়া না পাওয়াতে সংগঠনের স্বাভাবিক কাজ-কর্ম বজায় রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ও ইচ্ছুক সদস্যদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত রাখার ভাবনাকে মান্যতা দেওয়া হয়।

সারা বছরের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান কর্মসূচি পালনের তালিকা, সারা বছরের আর্থিক হিসাব পেশ করা হয়। দুটি শাখা প্রস্তুতি কমিটি সহ মোট ৪৮ শাখার ২১০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভা সফল হয় সদস্যদের আন্তরিক উৎসাহে।

সম্পাদকমণ্ডলীর গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গের বার্ষিক সাধারণ সভার ২৮ মে ২০২৩, ও আগের দিন ২৭ তারিখে আলিপুরদুয়ার শাখার ব্যবস্থাপনায় দুপুরে সম্পাদকমণ্ডলীর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় আলিপুরদুয়ার চৌরাস্তায় সাম্প্রতিক বিষয়গুলো নিয়ে একটি পথসভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা ছাড়াও উত্তরবঙ্গের অপর আরও দুটি শাখার সদস্যরা বক্তব্য রাখেন। এলাকার বিভিন্ন অধিকার সংক্রান্ত সমস্যা, সীমান্তে বিএসএফের অত্যাচার, চা-শ্রমিক ও অন্যান্য উচ্ছেদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন।। এলাকার অন্য সংগঠনের সদস্যরা উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখেন রাস্তায় উপস্থিত এলাকার উৎসাহী শ্রোতাদের সামনে। এই সভা উত্তরবঙ্গে নতুন করে আন্দোলনের ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দেবে, আশা করি।

পরের দিন ২৮ মে ২০২৩, সকাল থেকে আলিপুরদুয়ার শাখার সুব্যবস্থাপনায় মালদা ও গাজোল শাখার সদস্যদের উপস্থিতিতে বার্ষিক সাধারণ সভা সুসম্পন্ন হয়। উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরে আন্দোলন কে তীব্র করে গড়ে তোলার বিষয়ে সদস্যরা মত প্রকাশ করেন। আলিপুরদুয়ার শাখার সক্রিয়তা ও মালদা গাজোল শাখার সদস্যদের ঐকান্তিক সহযোগিতায় উত্তরবঙ্গে এপিডিআর এর আন্দোলনকে আরও সফল করে তুলতে উপস্থিত সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা আশাবাদী। আলিপুরদুয়ার শাখার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মালদা ও গাজোল শাখার কর্মীরা যেভাবে সভাকে সফল করতে বদ্ধপরিকর ছিল তা প্রশংসার দাবি রাখে। দীর্ঘ ২৩ বছর পর উত্তরবঙ্গে সম্পাদকমণ্ডলীর সভা অনুষ্ঠিত হওয়ায় উত্তরবঙ্গের শাখাগুলো উৎসাহিত হয়েছে।

৪ জুন ২০২৩, যশোর রোড গাছ বাঁচাও কমিটির আহ্বানে,

এপিডিআর এর বহু সদস্য প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনের উদ্দেশ্যে মৌলালির মোড় থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিলে যোগ দেয়। ২ জুন, '২৩ হাজরায় একটা এপিডিআর-এর পথসভা করবার উদ্যোগ বানচাল হয় পুলিশের অসহযোগিতার জন্য। সময়ের অজুহাতে পুলিশ ঐ সভা করতে দিতে অস্বীকার করে। পরে আগাম নোটিশ দেওয়ার পর, রেলকে ব্যবসায়ী সংস্থার হাতে তুলে দিয়ে যাত্রী নিরাপত্তার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায় এড়াতে; উড়িষ্যার বালেশ্বরে যে দুর্ঘটনা ঘটে তার দায়ে রেলমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করে রেলযাত্রীদের জীবন সুরক্ষার দাবি করে, উপযুক্ত তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের শাস্তির দাবিতে ১৪ জুন হাজরা মোড়ে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। এই পথসভায় বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন বক্তা। দিল্লিতে আন্দোলনরত মহিলা কুস্তিগীর ও অন্যান্য আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশের বর্বরোচিত আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান বিভিন্ন বক্তারা।

২৬ জুন ২০২৩, এপিডিআর-এর ৫১ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষ্যে সুকিয়া স্ট্রিটের রামমোহন লাইব্রেরি হলে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উন্নয়নের নামে উচ্ছেদ ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিরোধ শীর্ষক আলোচনায় অনুষ্ঠিত হয়। উড়িষ্যার নিয়মগিরি সুরক্ষা সমিতির নেতা লিঙ্গারাজ আজাদ, ঝাড়খন্ড-এর বিস্থাপন বিরোধী মঞ্চের নেতা দামোদর তুরি ও প্রকৃতি বাঁচাও আদিবাসী বাঁচাও মঞ্চের সুপেন হেমব্রম সভায় উপস্থিত আগ্রহী বিপুল সংখ্যক শ্রোতাদর্শকদের কাছে আন্দোলনের পরিস্থিতিতে কী-ভাবে তাদের ওপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নামানো হয়েছে সেই বিষয়ে মনোগ্রাহী বক্তব্য রাখেন। সংগঠনের শাখার সদস্য ছাড়াও বিভিন্ন গণসংগঠনের সদস্যদের উপস্থিতি সংগঠনকে আগামী দিনে আন্দোলনকে আরও তীব্র করবার উৎসাহ জোগাবে বলেই আমরা মনে করি।

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, পানিহাটী শাখা এবং একাধিক সমমনস্ক সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে

বিশ্ব পরিবেশ দিবস (৫ই জুন, ২০২৩) উদযাপন
সারাদিন ব্যাপী অবস্থান কর্মসূচী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

৫ই জুন, ২০২৩ বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে সামনে রেখে পানিহাটী পৌরসভার প্রবেশদ্বার প্রাঙ্গণে এপিডিআর-পানিহাটী শাখা, সোদপুর বিজ্ঞান চেতনা, আহ্বান, নিকাশী ব্যবস্থা প্রতিকার উদ্যোগ-পানিহাটী এবং পানিহাটী জনস্বাস্থ্য সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে সারাদিনব্যাপী অবস্থান কর্মসূচী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

প্রবল দাবদাহ ও দহন জ্বালাকে উপেক্ষা করে পানিহাটী অঞ্চলের উদ্যোক্তা সংগঠনগুলোর সদস্য-সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীরাই শুধু নয় পথচলতি সাধারণ মানুষ পর্যন্ত দীর্ঘসময় উপস্থিত থেকে পরিবেশ রক্ষায় নাগরিক সচেতনতা ও আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের যে আশু প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তার সঙ্গে সহমত পোষণ করেন।

প্রকৃতির কল্যাণকে স্মরণে না রেখে আপন কল্যাণে যে বস্তুলোভী শক্তি পরিবেশ ধ্বংস করে নিজেদের ঘরে লুঠের মাল জমাচ্ছে সেই আধিপত্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে পরিবেশ আন্দোলনের সবুজ সেনানীরা উচ্চকিত মুখরতায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে অঙ্গীকার করেন।

অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য বক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এপিডিআরের সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিৎ শূর, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সঞ্জীব আচার্য, শংকর দাস, গুরুপ্রসাদ কর, এপিডিআর বারাসাত শাখার বাপ্পা ভুঁইয়া, বিজ্ঞান আন্দোলনের বিশিষ্ট সংগঠক বঙ্কিম দত্ত, দেবল চক্রবর্তী, নিকাশী ব্যবস্থা প্রতিকার উদ্যোগ-পানিহাটীর পক্ষে বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী বিপ্লব রায় প্রমুখ।

সমস্ত বক্তারা যে বিষয়গুলেরা উপরে আলোকপাত করেন তা হলো—

খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের মতোই সুস্থ পরিবেশে বেঁচে থাকার অধিকার প্রতিটি ভারতবাসীর সাংবিধানিক অধিকার। ভারতীয় সংবিধানের পরিচ্ছেদ ৪ (ক) অনুচ্ছেদ ৫১ ক (জ) অনুসারে 'অরণ্য, হ্রদ, নদ-নদী, জলাশয়, বন্যপ্রাণী সহ স্বাভাবিক পরিবেশ রক্ষা ও তার উন্নতি বিধান করা এবং জীবজন্তুদের প্রতি মমত্ব পোষণ করা প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য'— অথচ, বাস্তুতন্ত্রের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার দায়বদ্ধতায় শাসকদলগুলো উদাসীন। সর্বগ্রাসী লোভের করাল গ্রাসে আজ পরিবেশ বিপন্ন। বিপর্যস্ত মানবসভ্যতা। পরিবেশের নানাবিধ উপকরণকে ছিনিয়ে নিয়ে আধিপত্যবাদী শক্তি, কর্পোরেট, বহুজাতিক সংস্থা, প্রোমোটার, জমির দালাল এবং সমকালীন শাসকদল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ঘরে লুঠের মাল জমাচ্ছে। রাজ্য জুড়ে প্রশাসন নীরব। চোখ বুজে থাকছে। তাই জলাশয় ও জলাভূমি বোজানোর বিরুদ্ধে, যশোর রোডের শতাব্দী প্রাচীন বৃক্ষরাজি কেটে ফেলার বিরুদ্ধে, কার্বন নিঃসরণ কমানো, প্লাস্টিকের ব্যবহারের বিরুদ্ধে ও বায়ুদূষণ

ইত্যাদি পরিবেশ ধ্বংসযজ্ঞের সমস্ত কাজের বিরুদ্ধে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে মানবাধিকার সংগঠন, বিজ্ঞান সংগঠন ও অন্যান্য পরিবেশবাদী সংগঠনকেই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

বিশিষ্ট বিজ্ঞান কর্মী ও সংগঠক বঙ্কিম দত্ত মনে করিয়ে দেন যে অত্যধিক পরিমাণে জীবাশ্ম জ্বালানির ফলস্বরূপ যে কার্বন নিঃসরণ হয় এবং তার ফলে সৃষ্ট বায়ু দূষণের জন্য সারা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ মানুষের যে প্রাণহানি হচ্ছে তার বিরুদ্ধে সুইডিশ কিশোরী গ্রেটা থুনবার্গের নেতৃত্বে দামাল কিশোর কিশোরীরা পথে নামতে বাধ্য হয়েছে। ইউরোপ আমেরিকার রাজপথে কাঁপিয়ে তারা আওয়াজ তুলছে 'পরিবেশকে ঠিক রাখতে রাষ্ট্রনায়করা ও শাসকদলগুলো ব্যবস্থা নিন। আমাদের বাঁচতে দিন।' সভার সঞ্চালক বিশ্বকবির সেই অসামান্য সাবধানবাণীকে স্মরণ করিয়ে দেন, 'প্রকৃতির যথোচিত সীমার বিরুদ্ধে নিরতিশয় ঔদ্ধত্যকে বিশ্ববিধান কখনোই ক্ষমা করে না। প্রায় সকল সভ্যতায় এসে পড়ে এই ঔদ্ধত্য এবং নিয়ে আসে বিনাশ।' বক্তৃতা পর্বের শেষে 'আহ্বানের' সাংস্কৃতিক কর্মী সুপর্ণা পাল, ব্যারাকপুরের পরিবেশ-বান্ধব সংগঠনের কর্মী বিজ্ঞানবন্ধু ভট্টাচার্য আবৃত্তি পরিবেশন করেন। 'আহ্বানের' শিশুশিল্পীরা আসাধারণ রবীন্দ্রনৃত্য পরিবেশন করেন।

অবস্থান কর্মসূচীর শেষে ৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল (অলোক দাস, তুফান চক্রবর্তী, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, বিপ্লব রায় ও গৌতম রায়চৌধুরী) পানিহাটা পৌরসভার পৌরপ্রধান শ্রী মলয় রায়কে পরিবেশ রক্ষার বিভিন্ন দাবি নিয়ে ডেপুটেশন দেন।

এ পি ডি আর- পানিহাটী শাখার দীর্ঘ ৩৫ বছর আইনি লড়াই এবং জনমত সংগঠিত করার পরে হাইকোর্টের রায়ে পরিবেশ আন্দোলনের অভূতপূর্ব সাফল্য ৫১ কাঠার ভরাট হয়ে যাওয়া প্রকাণ্ড জলাশয় পুনর্খনন করতে বাধ্য হলো

সালটা ১৯৮৫। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন। রাজ্যজুড়ে সি পি এমের আধিপত্য। দিকে দিকে জলাশয় এবং জলাভূমি বুজিয়ে জমি মাফিয়া এবং দালালচক্রের দ্রুত উত্থান হচ্ছে। পরিবেশ-প্রকৃতিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কালো ছাই (ফ্লাই অ্যাশ) দিয়ে একের পর এক জলাশয় এবং জলাভূমি বুজিয়ে বেআইনি নগরায়ণ করা হচ্ছে। সমকালীন শাসকদলের পূর্ণ মদতে প্রকৃতি পরিবেশ নিধনের রাজসূয় যজ্ঞ জোরকদমে চলছিল। রাজ্যে মানুষের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা এবং পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ধীরে ধীরে দানা বাঁধছে।

১৯৮৫ সালে বারাসাত রোডের উপর সোদপুর থেকে মধ্যমগ্রাম যেতে ঘোলা চন্ডীতলায় একটি ৭০ ডেসিমেল (প্রায় ৫১ কাঠা স্বচ্ছ জলাশয় ইঁটখোলার পুকুর) তদানীন্তন শাসকদলের আশ্রিত দুষ্কৃতিরা কালো ছাই দিয়ে ভরাট করে। সেই সময় চন্ডীতলার কিছু পরিবেশপ্রেমী মানুষ (প্রয়াত শান্তি রায় ও মনোরঞ্জন বড়ুয়া, শ্রী সুনীল চক্রবর্তী প্রমুখ) জলাশয়টিকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়ার দাবী নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন। ১৯৯৯ সালে পানিহাটীতে এ পি ডি আর-এর শাখা গঠিত হওয়ার প্রথম দিন থেকেই এই জলাশয় ভরাট বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। অবশেষে ২৮.০৯.৯৩ তারিখে রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের আদালত ভরাট হওয়া পুকুরটিকে জমি অধিগ্রহণ আইন ১৯৫৫ এর ৮/৪ ধারা অনুসারে খাস জমি হিসেবে ঘোষণা করেন। পুকুরটি পুনর্খনন হওয়ার আগে পর্যন্ত জমিটি সরকারী নথিতে খাসজমি (ভেস্টেড) হিসেবে চিহ্নিত। বারে বারে এই জমিতে বেআইনী নির্মাণ হওয়াতে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি-পানিহাটী শাখা কোলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়।

২৮.০৪.২০১৬ তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি মঞ্জুলা চেল্লুর এবং জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ ইঁটখোলার পুকুর রক্ষা করার জন্য এবং ভরাটকারীদের বিরুদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য উত্তর ২৪ পরগণার জেলাশাসক, জেলার প্রধান বিচারপতি এবং ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটকে নিয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করে। এতদ্‌সত্ত্বেও অতি সম্প্রতি সেখানে বড় আকারের বেআইনি নির্মাণ শুরু হলে এ পি ডি আর পানিহাটী শাখা ২০.০২.২৩ এবং ২৭.০২.২৩ তারিখে অকুস্থলে আন্দোলন সংগঠিত করে এবং অবস্থান বিক্ষোভ করে। শেষে সরকারী আধিকারিকরা সরকারী আমিনকে দিয়ে জমির পরিমাপ ক'রে এ বেআইনী নির্মাণ বন্ধ করে দেয়। এ পি ডি আরও প্রশাসনের সর্বস্তরে বিষয়টিকে জানায়। সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এ পি ডি আর দাবি তোলে জলাশয় ও জলাভূমি রক্ষায় ২০/০৭/ ১৭ তারিখের সরকারি গেজেটকে মান্যতা দিয়ে পৌরাঞ্চলে পৌরসভাকে এবং গ্রামাঞ্চলে জেলা শাসককে দায়িত্ব নিতে হবে। অবশেষে দীর্ঘ টালবাহানার পরে উচ্চ পর্যায়ের কমিটির চেয়ারম্যান জেলাজজের কঠোর নির্দেশে পানিহাটা পৌরসভা বাধ্য হয় ৭০ ডেসিমেলের বৃহৎ জলাশয়টি (প্রায় ৫১ কাঠা) পুনর্খনন করতে।

পানিহাটা এপিডিআর-এর এই সাফল্যে পানিহাটী এবং সন্নিহিত অঞ্চলের মানুষ, মানবাধিকার আন্দোলনের কর্মীদের কুর্ণিশ করছে এবং সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছে। এই সাফল্যে

উৎসাহিত হয়ে জলাশয় এবং জলাভূমি বোজানোর বিরুদ্ধে এলাকাভিত্তিক আন্দোলন গড়ে উঠছে। মানুষের আমাদের উপর আস্থা বেড়েছে। আমরাও সংগঠনগতভাবে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করেছি যে এই লড়াইয়ে যথাসম্ভব আমরা মানুষের পাশে থাকবো।

এ পি ডি আর পানিহাটা শাখার উদ্যোগে জলাশয় এবং জলাভূমি বোজানোর বিরুদ্ধে এবং ভরাট হয়ে যাওয়া সমস্ত জলাশয়গুলোকে হাইকোর্টের রায় মেনে এবং পশ্চিমবঙ্গ অন্তর্দেশীয় মৎস্য আইন-১৯৮৪ (সংশোধিত ১৯৯৩ এবং ২০০৮) অনুসারে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে—

সোদপুরে নাগরিক মিছিল

৭০ ডেসিমেলের একটি প্রকাণ্ড জলাশয় পুনর্খনন। দীর্ঘ ৩৮ বছরের লড়াইয়ের পর পরিবেশ আন্দোলনের সাফল্য। পানিহাটার আপামার মানুষ দৃশ্যতই উল্লসিত। এ পি ডি আর-কে তাঁরা প্রতিনিয়ত সঙ্গ দিয়ে অনুপ্রাণিত করছে। আন্দোলনে অংশগ্রহণের নিশ্চিত আশ্বাস দিচ্ছে। মানুষের দাবি পানিহাটীতে বুজে যাওয়া সমস্ত জলাশয়কে পরিবেশের স্বার্থে পুনর্খনন করতে হবে । পথে নেমেই ওই দাবিকে প্রতিষ্ঠা করার অঙ্গীকার নিয়ে গত ৬ই মে, ২০২৩, পানিহাটীতে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির (এ পি ডি আর) নেতৃত্বে সোদপুর স্টেশন থেকে ঘোলার মোড় পর্যন্ত একটি নাগরিক মিছিল সংগঠিত হয়। মিছিল থেকে শ্লোগান ওঠে পৌরাঞ্চলে সরকারি আইন মেনে জলাশয় এবং জলাভূমি রক্ষার দায়িত্ব পৌরসভাগুলোকে এবং অন্যত্র জেলাশাসককে এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সর্বোপরি এই মিছিল প্রকৃতি ও পরিবেশকে লুঠেরাদের হাত থেকে বাঁচাতে সাধারণ মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানায়।

নজরকাড়া সংবাদ

সোনু মনসুরি একটি সাহসী জেদী মেয়ের কথা—

সংগ্রাহক : অভিজিৎ ঘোষ

সংবাদমাধ্যম আমাকে জঙ্গি সাব্যস্ত করেছে ...পুলিশ আমাকে নামাজ, পাকিস্তান এবং দাউদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে মধ্যপ্রদেশে আইনজীবী ইনটার্নকে PFI এর গুপ্তচরের লেবেল দেওয়া হয়েছে ।

২৯ জানুয়ারি ২০২৩, রবিবার, মধ্যপ্রদেশ, ইন্দোরের জেলা আদালত লোকে লোকারণ্য। বজরং দলের নেতা তনু শর্মার বিরুদ্ধে করা একটি মামলার শুনানি চলছে। শাহরুখ খান অভিনীত 'পাঠান' ছবির বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মহম্মদ সম্পর্কে আপত্তিকর কিছু কথার প্রেক্ষিতে গ্রেফতার হন তনু শর্মা। তার-ই শুনানি চলছে।

একই দিনে আর একটি গ্রেফতারের ঘটনা ঘটে। গ্রেফতার হন ২১ বছরের আইনজীবী ইনটার্ন সোনু মনসুরি। সোনুর বাড়ি খারগোন জেলার বোরানওয়াতে। গত ছয়মাস যাবৎ এই আদালতে ইনটার্ন হিসাবে কাজ করছিলেন আইনজীবী নুরি খানের অধীনে। তার বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ সে না-কী ঞ্চচজ্জ-এর এজেন্ট। অভিযোগকারী বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সমর্থক কিছু আইনজীবী।

২৯ শে জানুয়ারীর'র শুনানিতে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এহসান হাসমি। ইনটার্ন হিসাবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে ঐ শুনানিতে সে দর্শক হিসাবে ৪২ নং ঘরে উপস্থিত ছিল। ঐ সময় নুরি খানের একটি ফোন আসে এবং তাকে বলা হয় জনৈক মক্কেলের থেকে ওকালতনামা ও কিছু টাকা আনতে। সোনু সেই মতো কাজ করে। এরপর ঐ ঘর থেকে বেরোনোর মুহূর্তে এক মহিলা ও দুজন পুরুষ আইনজীবী তার পথ আটকে দাড়ায়। তাদের প্রশ্ন সে ঐ ঘরে কী করছিল? সোনু তাদের বোঝানোর চেষ্টা করে যে সে শুনানি শুনতেই ঐ ঘরে গিয়েছিল। ওরা সোনু'র কোটের পকেট থেকে ID card বের করে নেয়। ধর্ম তুলে তাচ্ছিল্য করে।

এরপর ওকে কোর্ট-বার অফিসের ঘরে আটকে রাখে। একজন ওকে ঝাকানোর চেষ্টা করলে সে প্রতিবাদ করে। ওরা ওকে ব্যঙ্গ করে বলে যে সে কি অভিযোগ করবে, বদলে ওরাই এমন অভিযোগে ওকে ফাঁসাবে যে সে আর কোনোদিন জেল থেকে বেরোতে পারবে না। ওরা এরপর সোনুর প্যান্টের পকেট থেকে টাকা বের করে কোটের পকেটে রেখে দেয়, মোবাইল এবং ওকালতনামা ছিনিয়ে নেয়। প্রায় এক ঘন্টা এই ভাবে আটক থাকার পর একজন মহিলা আইনজীবী এসে আবার ওকে তল্লাশি করে, মোবাইলে ভিডিও তোলে। আবার সোনু নিগৃহীত হয় ওদের হাতে। এরপর 'জয় শ্রীরাম' শ্লোগান দিতে দিতে ওকে MG Rd থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

থানায় প্রায় এক ঘন্টা ধরে ওকে দিয়ে মিথ্যা বয়ান দেয়ানোর জন্য চাপ দেওয়া হয় কিন্তু সোনু অনড় সে কিছুতেই তা'তে সম্মত হয় না। তখন ঐ আইনজীবীর দল পুলিশ অফিসারের কাছে গিয়ে FIR দায়ের করে। প্রথমে ওরা আদালত কক্ষে শুনানি চলাকালীন ভিডিও করার অভিযোগ

আনে সোনুর বিরুদ্ধে কিন্ত এতে গ্রেফতার সম্ভব নয় বলে পুলিশ জানায়। তখন তারা মোক্ষম অভিযোগটি করে, বলে, সোনু PFI-এর এজেন্ট। তাই শুনানির ভিডিও সাম্প্রদায়িক উস্কানির জন্য PFI-এর কাছে পাচার করছিল। এরপর সোনুর বড় ভাইকে ভয় দেখানো হয় এবং তার গ্রামের মহিলা সরপঞ্চকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করানো হয় ঐ মিথ্যা বয়ান দেওয়ার জন্য। গ্রেফতার হয় সোনু মনসুরি। যে মামলা রুজু হয় তাতে IPC sec ৪১৯ (প্রতারণা), sec ৪২০ (প্রতারণা ও অসাধুভাবে সম্পত্তি বিতরণে প্ররোচিত করা) এবং sec ১২০B(অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র) ধারাগুলো দেওয়া হয়।

সরপঞ্চ যদিও পরবর্তীতে এই অভিযোগের ব্যাপারে নিরুত্তর ছিল। গ্রেফতারের প্রথম সাতদিন পুলিশ হেফাজতে মোট পাঁচবার জেরার সম্মুখীন হতে হয় সোনুকে। সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত জেরা চলত। প্রত্যেকদিন সকালে তাকে MG Rd থানায় আনা হত এবং জেরা শেষে মাঝরাতে মহিলা থানায় ফেরত নিয়ে যাওয়া হত। এই সাতদিন কোনো আত্মীয় -স্বজন কারোর সঙ্গেই দেখা করতে দেওয়া হয় নি। এমন-কী পোশাক পর্যন্ত পরিবর্তন করতে দেওয়া হয়নি। জেরায় যেসব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় সোনুকে, সে দাউদ ইব্রাহিমকে চেনে কি -না, পাকিস্তানে গেছে কি-না, কোনও যোগাযোগ আছে কি-না, কী-ভাবে PFI-এর সাথে যোগাযোগ হয়, দিনে কতবার সে নামাজ পড়ে, ভারত জোড়ো যাত্রার ছবি দেখিয়ে বলা হয়, রাহুল গান্ধীর সঙ্গে যে মহিলাকে দেখা যাচ্ছে তাকে সে চেনে কি-না? জেরার নামে তারা সোনুকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে যে সে মাদ্রাসায় পড়েছে (বাস্তবে সে কোনও দিনই মাদ্রাসায় যায়নি) এবং তার সাথে পাকিস্তান ও PFIএর যোগাযোগ আছে। MG Rd পুলিশ থানার (HO সন্তোষ যাদব অবশ্য জেরার বিষয়বস্তু নিয়ে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে।

জেলে থাকাকালীন পরবর্তীকালে পরিবারের লোকজনের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ মেলে। জেলে সে একবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলে যখন তার বোন মারফত খবর পায় যে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের চাপে কোনও আইনজীবী তার হয়ে মামলা লড়তে রাজী হচ্ছে না। সে জেল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছিল যা'তে সে 3rd semester এর পরীক্ষাটা দিতে পারে কিন্ত তা সম্ভব হয়নি। এ'টি তার সবচেয়ে বড় আক্ষেপ! তাকে নিয়ে মিডিয়ার তৈরী গল্প জেলের ভিতরেও পৌছেছিল। তাকে নিয়ে সহ-বন্দিদের ফিসফিসানী তার কানে পৌছেছিল। তাদের চোখে সে ছিল একজন জঙ্গি। জেলের প্রথম এক সপ্তাহ কেউ তার সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত বলেনি, এটা তার কাছে খুব বেদনার। স্থানীয় আইনজীবীদের বিরোধিতায় এবং হুমকিতে মধ্যপ্রদেশে কোনো জামিনের আবেদন করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীকালে একদল আইনজীবীর সৌজন্যে সুপ্রিম কোর্ট থেকে, গ্রেফতারের প্রায় ৫০ দিন পর সে জামিন পায়।

জেল থেকে বেরিয়ে সোনু দেখল, মিডিয়া ট্রায়ালে সে একজন জঙ্গি, ষড়যন্ত্রকারী। পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন মিডিয়ার একজন তার সঙ্গে কথা বলে কিন্তু কোথায় কী, মিডিয়া নিজের মত করে তার গল্প সাজিয়েছে। তার চরিত্র হনন করেছে।

জেল থেকে বেরিয়ে সে Dewas govt. law college কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করে যাতে বিশেষ ব্যবস্থা করে তার তন্ত্ ন্ত্রদ্বত্রন্স্থত্র এর পরীক্ষাটা নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তা'তে সায় মেলেনি। উল্টে নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে তাঁকে নিয়মিত ক্লাস করতে নিষেধ করা হয়। শুধু নির্দিষ্ট সময়ে এসে পরীক্ষা দিতে বলা হয়। যদিও কলেজ প্রিন্সিপাল ড অজয় চৌহান এসব কথা অস্বীকার করে, বলে 3rd semester ওকে পুনরায় পড়তে হবে।

বাড়ির একমাত্র গ্যাজুয়েট হতে যাওয়া সোনু মনসুরির স্বপ্ন সে criminal lawyer হবে। আইনি লড়াই কোনও মতেই তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। তার কথায়, আমার পরিবার অনেক কষ্ট করে, অনেক আশা নিয়ে, আমায় শিক্ষিত করেছে। আমি হাল ছাড়ব না। আমি, আমার পড়াশোনা চালিয়ে যাব।

(Newslaundry website-এ ১৫ মে ২০২৩-এ প্রকাশিত Proteek Goyal-এর প্রতিবেদন অবলম্বনে)

অবুঝমাড়-এ (Abhujhmad) টানা ৬ মাস ধরে প্রতিবাদ অব্যাহত—সংগ্রাহক : পৃথ্বীরাজ মোদক

ইরকভাট্টি, টয়মেটা, ধনব্রিবেটায় অবস্থিত অবুঝমাড় বনে এবং নারায়ণপুর জেলার ওরচা'র পারা নদীর ধারে, এখানকার গ্রামবাসীরা ধর্না প্রতিবাদে বসেছেন কোনও উন্নয়নের দাবীদাওয়া নিয়ে নয়। বরঞ্চ তাদের এলাকার ঘন বনাঞ্চলে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের চাপিয়ে দেওয়া উন্নয়নের বিরোধিতা করে।

এখানকার গ্রামবাসীদের বক্তব্য, তাঁরা কখনোই তাঁদের বনাঞ্চল ধ্বংসের বিনিময়ে উন্নয়ন চান না। গ্রামবাসীদের

বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তাঁদের এই একটানা ধর্না প্রতিবাদে নকশালরা সাহায্য করে চলেছে। নকশালরা গ্রামবাসীদের খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করছে এমন অভিযোগও তোলা হচ্ছে। একসাথে তিনশো থেকে চারশো জন গ্রামবাসীর ভিড় সবসময়ই থাকছে তাঁদের এই ধর্নাস্থলে। ধর্নাস্থলে উৎসাহী গ্রামবাসীদের ভিড় দিনে দিনে এত বাড়তে থাকে যে, তাঁরা সকলে মিলে সিদ্ধান্তগ্রহণ করে ঠিক করে নেয় কে-কে, কবে-কবে আসবে। গ্রীষ্মের প্রখর রোদ ও ঝড়-জল-বৃষ্টি থেকে বাঁচতে এবং উপস্থিত সকলের খাবার রান্না করতে তাঁরা ধর্নাস্থলে অস্থায়ী কুঁড়েঘর তৈরী করে নিয়েছে।

সরকার ও সরকারি আধিকারিকরা কখন তাদের দাবি-দাওয়া মেনে নেবে তা তাদের জানা নেই। তবুও নারায়ণপুর জেলার অবুঝমাড়-এর ৩৬ টি গ্রামপঞ্চায়েতের অধিবাসীরা এই প্রতিবাদী ধর্নামঞ্চে পালা করে উপস্থিত হয়ে যাচ্ছে। তাঁদের বিভিন্ন দাবিগুলো হচ্ছে— 'গ্রামীণ বৃত্তি আইন' (Rural Profession Act) কার্যকরী করা; 'বনাঞ্চল সংশোধন আইন ২০২২' রদ করা; গ্রামসভার কোনওরকম অনুমতি না-নিয়ে চালু করা সমস্ত প্রকল্প অবিলম্বে বন্ধ করা ইত্যাদি।

অবুঝমাড়-এর প্রত্যন্ত গ্রামসমূহ থেকে দলে দলে গ্রামবাসীরা এই প্রতিবাদী ধর্নাস্থলে যোগদান করতে আসছে এবং সকলেই তাঁদের নিজস্ব রেশন নিয়ে আসছে। বিকেলে মিটিং অনুষ্ঠিত হচ্ছে ও সকলে মিলে তাঁদের নিজস্ব বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও করছে ধর্নামঞ্চের মধ্যস্থলে একটি উঁচু বেদীমতন তৈরি করে। এইভাবে সকলে ধর্নাস্থলটিকে নিজেদের গৃহাঙ্গণ হিসাবে তৈরি করে নিয়েছে। গভীর জঙ্গলে তাদের পরিবার সমেত সকলে সারাদিনরাত সেখানে অবস্থান করে তাদের প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

গ্রামবাসীরা সকলে জানাচ্ছেন যে, তাঁদের দাবিপূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা সেখানে অবস্থান করে যাবে। তাঁদের বক্তব্য, তাঁরা মনেপ্রাণে চাই যে তাদের পরবর্তী প্রজন্মরা যেন অবুঝমাড় বন দেখে যেতে পারে। বস্তার অঞ্চলের বাসিন্দারা প্রাকৃতিক সম্পদে মোটেই গরীব নয় এবং সেজন্যই তাঁদের সেই প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের দখল নেওয়ার জন্যই বড় বড় পুঁজিপতিরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই অঞ্চলের জনজাতিরা তাঁদের জল, জমি, জঙ্গলের অধিকার ছাড়তে ও বিক্রি করতে মোটেও রাজি নয়। পাহাড় ও জঙ্গল তাদের কাছে দেবতা যা' তাঁদেরকে প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে। দিনে দিনে নতুন-নতুন থানার সংখ্য বাড়িয়ে ও বিস্তৃত করে সরকার ষড়যন্ত্র করে তাঁদের জল-জমি-জঙ্গল কেড়ে নিতে চাইছে, অন্যায়ভাবে। তাই সরকার পাহাড়ের বুক চিরে, লোহা বের করে নিতে চাইছে। কিন্তু জঙ্গলই যদি না-থাকে তাহলে তাঁরা বাঁচবে কী করে? জঙ্গল থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন সম্পদ ও উপকরণই-তো আসলে তাদের বাঁচার সহায়!

তথ্যানুসন্ধান: কালনা-সমুদ্রগড় শাখা

১৮ ই মে, ২০২৩ এপিডিআর, কালনা-সমুদ্রগড় শাখার একটি প্রতিনিধি দল কাটোয়ার মাখালতোর, ক্ষেত্রপুর পলাশী পোষ্টঃ কালিকা পুরে যায়। গণশক্তি পত্রিকাতে খবরটা ১ল মে '২৩ প্রকাশিত হয়। একজন সাজা প্রাপ্ত বন্দি, ঠাকুর দাস বিশ্বাস (৬০) বর্ধমান জেলে মারা গেছেন।

পরিবারের আর্থিক দুরাবস্থা নিয়ে প্রচুর চিন্তা ছিলই ঠাকুর দাস বাবুর। বাড়ির লোকজনের কাছে জানা যায়, ডিসেম্বর এর প্রথম দিকেই স্টোক হয়ে কয়েক দিন বর্ধমান মেডিকেল হসপিটালে ভর্তি ছিল ঠাকুরদাস বাবু। স্ট্রোকে তাঁর দেহের একটা দিক পড়ে যায়। জানা যায়, পুনরায় তাঁর স্ট্রোক হয় এবং ২৭/১২/২০২২ তারিখ তিনি মারা যান। প্রশ্ন আসে এই অল্প সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্ট্রোক হয় কি করে! চিকিৎসা গাফিলতি তো ছিলই।

বর্ধমান জুডিশিয়াল জেলে মজুরীর টাকাতে নিজের হাত খরচ পর্যন্ত হয় না বন্দিদের। আবার আমাদের রাজ্যে জেলে বিনা চিকিৎসায় মারা যাবার, গাফিলতির কারণে বন্দিমৃত্যুর ঘটনা ঘটে চলেছে প্রতিদিন। বাইরের ডাক্তারদের লেখা ঔষধ তারা দেবে না। আর একটা সুবিধা তারই বাইরের ঔষধ দেয়না, বাইরে হসপিটালে নিয়ে যেতে গড়িমসি করে। অথচ, তারাই প্রশাসনিক রিপোর্ট দেয় স্বাভাবিক মৃত্যু বলে। বিচার বিভাগ দুই জায়গায় খোঁজ নেয় এক, জেলের অফিসার আর বন্দির বাড়িতে। বাড়ির লোকজন জানতেই পারেনা কি ঘটেছিল।

ঠাকুর দাস বাবুর পুত্র জানায়, জেলে মজুর হিসাবে কাজের টাকাও কতৃপক্ষ পরিবারকে দেয়নি। এটা নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে যাচ্ছে এপিডিআর। জেলে প্রতিদিন রাষ্ট্র বিনা চিকিৎসায়, বিনা বিচারে, রাজ্যের জেলগুলির ধারণ ক্ষমতার বাইরে এক একটা জেলে বন্দির সংখ্যা দ্বিগুন হওয়ার পরেও টনক নড়ছে না রাজ্য প্রশাসনের। সুপ্রিম কোর্ট বলছে দশ বছরের উপরে সাজার কেসে জামিন দিতে। কিন্তু কে-শোনে, কার-কথা। প্রচন্ড মানসিক চাপে বন্দির অসুস্থ হয়ে পড়া একটা বড় কারণ। কত খুন করে চলেছে এই রাষ্ট্র আর এই মৃত্যুর মিছিল কোথায় থামবে কে জানে!